

পঞ্চম অধ্যায়

ভগবানের কাছে দেবতাদের সুরক্ষা প্রার্থনা

এই অধ্যায়ে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ মনুর বৃত্তান্ত, দুর্বাসা মুনির অভিশাপ এবং দেবতাদের প্রার্থনা বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্থ মনু তামসের ভ্রাতা রৈবত পঞ্চম মনু। অর্জুন, বলি, বিদ্যা প্রভৃতি রৈবতের পুত্র। এই মনুর রাজত্বকালে স্বর্গের রাজা ইন্দ্র বিভূ নামে পরিচিত হয়। তখন ভূতরয় আদি দেবতা এবং হিরণ্যরোমা, বেদশিরা, উর্ধ্ববাহু প্রভৃতি সপ্তর্ষি হন। শুভ্র নামক ঋষির বিকুণ্ঠা নামক পত্নীর গর্ভে ভগবান বৈকুণ্ঠের জন্ম হন। তিনি রমাদেবীর প্রার্থনা অনুসারে বৈকুণ্ঠলোক নির্মাণ করেন। তাঁর প্রভাব এবং কার্যকলাপ তৃতীয় স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে।

চক্ষু মনুর পুত্র চাক্ষুষ ষষ্ঠ মনু। পুরু, পুরুষ, সুদ্যুম্ন প্রভৃতি তাঁর পুত্র। এই মনুর রাজত্বকালে মন্ত্রদ্রুম হন ইন্দ্র, আপ্যাদি দেবতা হন, এবং হবিষ্মান ও বীরকাদি সপ্তর্ষি হন। বৈরাজের দেবসন্তুতি নামক পত্নীর গর্ভে ভগবানের অবতার অজিতের জন্ম হয়। এই অজিত কূর্মরূপে তাঁর পৃষ্ঠে মন্দর পর্বত ধারণপূর্বক সমুদ্র মন্থন করে দেবতাদের জন্য অমৃত উৎপন্ন করেন।

মহারাজ পরীক্ষিৎ সমুদ্র-মন্থনের বিষয়ে শ্রবণ করতে অত্যন্ত আগ্রহী হয়েছিলেন, এবং তাই শুকদেব গোস্বামী তাঁর কাছে বর্ণনা করতে শুরু করেন যে কিভাবে দুর্বাসা মুনির অভিশাপের ফলে দেবতারা অসুরদের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হন। দেবতারা যখন তাঁদের স্বর্গরাজ্য হারিয়ে ব্রহ্মার সভায় গিয়ে তাঁর কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন, তখন ব্রহ্মা তাঁদের নিয়ে ক্ষীর সমুদ্রের তীরে গিয়ে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

রাজনুদিতমেতৎ তে হরেঃ কর্মাঘনাশনম্ ।

গজেন্দ্রমোক্ষণং পুণ্যং রৈবতং ত্বন্তরং শৃণু ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; রাজন্—হে রাজন্; উদিতম্—পূর্বে বর্ণিত হয়েছে; এতৎ—এই; তে—আপনাকে; হরেঃ—ভগবানের; কর্ম—কার্যকলাপ; অঘ-নাশনম্—যা শ্রবণ করলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়; গজেন্দ্র-মোক্ষণম্—গজেন্দ্র উদ্ধার; পুণ্যম্—শ্রবণে এবং কীর্তনে যা অত্যন্ত পবিত্র; রৈবতম্—রৈবত মনু সম্বন্ধে; তু—কিন্তু; অন্তরম্—এই মন্বন্তরে; শৃণু—শ্রবণ করুন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, আমি আপনার কাছে অতি পবিত্র গজেন্দ্র-মোক্ষণ লীলা বর্ণনা করলাম। ভগবানের এই লীলা শ্রবণ করার ফলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এখন আমি রৈবত মনু সম্বন্ধে বর্ণনা করছি, শ্রবণ করুন।

শ্লোক ২

পঞ্চমো রৈবতো নাম মনুস্তামসসোদরঃ ।

বলিবিঙ্ক্যাদয়স্তস্য সুতা হার্জুনপূর্বকাঃ ॥ ২ ॥

পঞ্চমঃ—পঞ্চম; রৈবতঃ—রৈবত; নাম—নামক; মনুঃ—মনু; তামস-সোদরঃ—তামস মনুর ভ্রাতা; বলি—বলি; বিঙ্ক্য—বিঙ্ক্য; আদয়ঃ—ইত্যাদি; তস্য—তঁার; সুতাঃ—পুত্রগণ; হ—নিশ্চিতভাবে; অর্জুন—অর্জুন; পূর্বকাঃ—পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ।

অনুবাদ

তামস মনুর ভ্রাতা রৈবত পঞ্চম মনু হয়েছিলেন। তাঁর পুত্রদের মধ্যে অর্জুন, বলি এবং বিঙ্ক্য ছিলেন প্রধান।

শ্লোক ৩

বিভুরিন্দ্রঃ সুরগণা রাজন্ ভূতরয়াদয়ঃ ।

হিরণ্যরোমা বেদশিরা উর্ধ্ববাহুদয়ো দ্বিজাঃ ॥ ৩ ॥

বিভুঃ—বিভু; ইন্দ্রঃ—দেবরাজ ইন্দ্র; সুর-গণাঃ—দেবতাগণ; রাজন্—হে রাজন্; ভূতরয়-আদয়ঃ—ভূতরয় আদি; হিরণ্যরোমা—হিরণ্যরোমা; বেদ-শিরা—বেদশিরা; উর্ধ্ববাহু—উর্ধ্ববাহু; আদয়ঃ—প্রভৃতি; দ্বিজাঃ—সপ্তলোকের সপ্ত ঋষি বা ব্রাহ্মণগণ।

অনুবাদ

হে রাজন্, রৈবত মন্বন্তরে বিভূ ইন্দ্র হয়েছিলেন, ভূতরয়গণ দেবতা হয়েছিলেন এবং হিরণ্যারোমা, বেদশিরা ও উর্ধ্ববাহু প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা সপ্তর্ষি হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪

পত্নী বিকুষ্ঠা শুভ্রস্য বৈকুণ্ঠৈঃ সুরসত্তমৈঃ ।

তয়োঃ স্বকলয়া জজ্ঞে বৈকুণ্ঠো ভগবান্ স্বয়ম্ ॥ ৪ ॥

পত্নী—পত্নী; বিকুষ্ঠা—বিকুষ্ঠা নামক; শুভ্রস্য—শুভ্রের; বৈকুণ্ঠৈঃ—বৈকুণ্ঠ সহ; সুর-
সত্তমৈঃ—দেবতাগণ; তয়োঃ—বিকুণ্ঠ এবং শুভ্রের দ্বারা; স্বকলয়া—স্বীয় অংশ
সহ; জজ্ঞে—আবির্ভূত হয়েছিলেন; বৈকুণ্ঠঃ—ভগবান্; ভগবান্—পরমেশ্বর;
স্বয়ম্—স্বয়ং।

অনুবাদ

শুভ্র এবং তাঁর পত্নী বিকুষ্ঠার সংযোগে ভগবান বৈকুণ্ঠ তাঁর স্বীয় অংশ দেবতাগণ
সহ আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫

বৈকুণ্ঠঃ কল্পিতো যেন লোকো লোকনমস্কৃতঃ ।

রময়া প্রার্থ্যমানেন দেব্যা তৎপ্রিয়কাম্যয়া ॥ ৫ ॥

বৈকুণ্ঠঃ—একটি বৈকুণ্ঠলোক; কল্পিতঃ—নির্মিত হয়েছিল; যেন—যাঁর দ্বারা;
লোকঃ—লোক; লোকনমস্কৃতঃ—সকলের দ্বারা পূজিত; রময়া—রমাদেবীর দ্বারা;
প্রার্থ্যমানেন—প্রার্থিত হয়ে; দেব্যা—দেবীর দ্বারা; তৎ—তাঁর; প্রিয়কাম্যয়া—
প্রসন্নতা বিধানের জন্য।

অনুবাদ

লক্ষ্মীদেবীর প্রসন্নতা বিধানের জন্য, তাঁর প্রার্থনা অনুসারে ভগবান বৈকুণ্ঠ আর
একটি বৈকুণ্ঠলোক সৃষ্টি করেছিলেন, যা সকলের দ্বারা পূজিত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, এই বৈকুণ্ঠলোক শ্রীমদ্ভাগবতের মতো প্রকট হয়েছে। এখানে তার সৃষ্টি হয়েছে বলে বর্ণনা করা হলেও শ্রীমদ্ভাগবত এবং বৈকুণ্ঠ অষ্ট আবরণ সমন্বিত জড় জগতের উর্ধ্বে নিত্য বিরাজমান। দ্বিতীয় স্কন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করেছিলেন। বীররাঘব আচার্য উল্লেখ করেছেন যে, এই বৈকুণ্ঠ এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত। তা লোকালোক পর্বতের উর্ধ্বে অবস্থিত। এই গ্রহলোক সকলের দ্বারা পূজিত।

শ্লোক ৬

তস্যানুভাবঃ কথিতো গুণাশ্চ পরমোদয়াঃ ।

ভৌমান্ রেণুন্ স বিমমে যো বিষ্ণোর্বর্ণয়েদ্ গুণান্ ॥ ৬ ॥

তস্য—বৈকুণ্ঠরূপে আবির্ভূত ভগবানের; অনুভাবঃ—মহান কার্যকলাপ; কথিতঃ—বিশ্লেষণ করা হয়েছে; গুণাঃ—চিন্ময় গুণাবলী; চ—ও; পরম-উদয়াঃ—অত্যন্ত যশস্বী; ভৌমান্—পার্থিব; রেণুন্—কণা; সঃ—কেউ; বিমমে—গণনা করতে পারে; যঃ—এই প্রকার ব্যক্তি; বিষ্ণোঃ—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; বর্ণয়েৎ—বর্ণনা করতে পারে; গুণান্—দিব্য গুণাবলী।

অনুবাদ

যদিও ভগবানের বিভিন্ন অবতারের অতি মহৎ কার্যকলাপ এবং দিব্য গুণাবলী অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে বর্ণিত হয়েছে, তবুও কখনও কখনও আমরা তা বুঝতে পারি না। কিন্তু ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পক্ষে সব কিছুই সম্ভব। যে ব্যক্তি ভগবানের গুণরাশি বর্ণনা করতে সমর্থ হয়, সে ভূমিস্থ রেণুগুলিকেও গণনা করতে সমর্থ হয়। কিন্তু ভগবানের চিন্ময় গুণাবলী কেউ গণনা করতে পারে না।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে ভগবানের যে সুমহান কার্যকলাপের উল্লেখ করা হয়েছে তা সনক, সনাতন, সনৎকুমার এবং সনন্দনের অভিশাপে ভগবানের দ্বারপাল জয় এবং বিজয়ের দৈত্যযোনি প্রাপ্ত হওয়ার পর সংঘটিত হয়েছিল। হিরণ্যাক্ষরূপে জয়

বরাহদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল, এবং সেই বরাহদেবের উল্লেখ করা হয়েছে রৈবত মন্বন্তরে। সেই যুদ্ধ অবশ্য হয়েছিল প্রথম মনু অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব মনুর মন্বন্তরে। তাই কোন কোন মহাজনের মতে, দুই বরাহদেব রয়েছেন। কিন্তু অন্যদের মতে, বরাহদেব স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং রৈবত মন্বন্তর পর্যন্ত জলে ছিলেন। কেউ সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে যে তা সম্ভব নয়, কিন্তু তার উত্তর হচ্ছে ভগবানের পক্ষে সব কিছুই সম্ভব। কেউ যদি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পরমাণু গণনা করতে পারে, তবুও সে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর গুণাবলী গণনা করে শেষ করতে পারে না। কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পরমাণু গণনা করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়, এবং তেমনি ভগবানের দিব্য গুণাবলীও গণনা করে শেষ করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

শ্লোক ৭

ষষ্ঠশ্চ চক্ষুষঃ পুত্রশ্চাক্ষুষো নাম বৈ মনুঃ ।

পুরুপুরুষসুদ্যুম্নপ্রমুখাশ্চাক্ষুষাত্মজাঃ ॥ ৭ ॥

ষষ্ঠঃ—ষষ্ঠ; চ—এবং; চক্ষুষঃ—চক্ষুর; পুত্রঃ—পুত্র; চাক্ষুষঃ—চাক্ষুষ; নাম—নামক; বৈ—বস্তুতপক্ষে; মনুঃ—মনু; পুরু—পুরু; পুরুষঃ—পুরুষ; সুদ্যুম্ন—সুদ্যুম্ন; প্রমুখাঃ—প্রমুখ; চাক্ষুষঃ-আত্মজাঃ—চাক্ষুষের পুত্র।

অনুবাদ

চক্ষুর পুত্র চাক্ষুষ ষষ্ঠ মনু ছিলেন। তাঁর পুরু, পুরুষ এবং সুদ্যুম্ন আদি বহু পুত্র ছিল।

শ্লোক ৮

ইন্দ্রো মন্ত্রদ্রুমস্তত্র দেবা আপ্যাদয়ো গণাঃ ।

মুনয়স্তত্র বৈ রাজন্ হবিষ্মদ্বীরকাদয়ঃ ॥ ৮ ॥

ইন্দ্রঃ—দেবরাজ ইন্দ্র; মন্ত্রদ্রুমঃ—মন্ত্রদ্রুম নামক; তত্র—সেই ষষ্ঠ মন্বন্তরে; দেবাঃ—দেবতাগণ; আপ্য-আদয়ঃ—আপ্য আদি; গণাঃ—সমূহ; মুনয়ঃ—সপ্তর্ষিগণ; তত্র—সেখানে; বৈ—বস্তুতপক্ষে; রাজন্—হে রাজন্; হবিষ্মৎ—হবিষ্মান্ নামক; বীরক-আদয়ঃ—বীরক আদি।

অনুবাদ

চাক্ষুষ মন্বন্তরে মন্ত্রদ্রুম ছিলেন ইন্দ্র, আপ্যাদিগণ দেবতা, এবং হবিষ্মান্, বীরক আদি সপ্তর্ষি ছিলেন।

শ্লোক ৯

তত্রাপি দেবসন্তৃত্যাং বৈরাজস্যাভবৎ সূতঃ ।

অজিতো নাম ভগবানংশেন জগতঃ পতিঃ ॥ ৯ ॥

তত্র অপি—সেই ষষ্ঠ মন্বন্তরেও; দেবসন্তৃত্যাম্—দেবসন্তুতি থেকে; বৈরাজস্য—তাঁর পতি বৈরাজের; অভবৎ—হয়েছিলেন; সূতঃ—এক পুত্র; অজিতঃ নাম—অজিত নামক; ভগবান্—ভগবান; অংশেন—অংশের দ্বারা; জগতঃ পতিঃ—জগতের পতি।

অনুবাদ

এই ষষ্ঠ মন্বন্তরেও জগৎপতি ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর স্বীয় অংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি বৈরাজের পত্নী দেবসন্তুতির গর্ভে অজিত নামে জন্মগ্রহণ করেন।

শ্লোক ১০

পয়োধিং যেন নির্মথ্য সুরাণাং সাধিতা সুধা ।

ভ্রমমাণোহন্তসি ধৃতঃ কূর্মরূপেণ মন্দরঃ ॥ ১০ ॥

পয়োধিम्—ক্ষীর সমুদ্র; যেন—যাঁর দ্বারা; নির্মথ্য—মহন করে; সুরাণাম্—দেবতাদের; সাধিতা—উৎপাদন করেছিলেন; সুধা—অমৃত; ভ্রমমাণঃ—ভ্রাম্যমাণ; অন্তসি—জলে; ধৃতঃ—ধারণ করেছিলেন; কূর্মরূপেণ—কূর্মরূপে; মন্দরঃ—মন্দর পর্বত।

অনুবাদ

ক্ষীর সমুদ্র মহন করে অজিত দেবতাদের জন্য অমৃত উৎপন্ন করেছিলেন। কূর্মরূপে তিনি বিশাল মন্দর পর্বতকে তাঁর পৃষ্ঠে ধারণ করে ইতস্তত ভ্রমণ করেছিলেন।

শ্লোক ১১-১২

শ্রীরাজোবাচ

যথা ভগবতা ব্রহ্মন্ মথিতঃ ক্ষীরসাগরঃ ।

যদর্থং বা যতশ্চাদ্রিং দধারাম্বুচরাত্মনা ॥ ১১ ॥

যথামৃতং সুরৈঃ প্রাপ্তং কিঞ্চান্যদভবৎ ততঃ ।

এতদ্ ভগবতঃ কৰ্ম বদস্ব পরমাদ্ভুতম্ ॥ ১২ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন; যথা—যেভাবে; ভগবতা—ভগবানের দ্বারা; ব্রহ্মন্—হে বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ; মথিতঃ—মথিত; ক্ষীর-সাগরঃ—ক্ষীর সমুদ্র; যৎ-অর্থম্—কি উদ্দেশ্য ছিল; বা—অথবা; যতঃ—কি কারণে; চ—এবং; অদ্রিম্—(মন্দর) পর্বত; দধার—ধারণ করেছিলেন; অম্বুচর-আত্মনা—কূর্মরূপে; যথা—যেভাবে; অমৃতম্—অমৃত; সুরৈঃ—দেবতাদের দ্বারা; প্রাপ্তম্—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; কিম্—কি; চ—এবং; অন্যৎ—অন্য; অভবৎ—হয়েছিল; ততঃ—তারপর; এতৎ—এই সমস্ত; ভগবতঃ—ভগবানের; কৰ্ম—লীলা; বদস্ব—দয়া করে বর্ণনা করুন; পরম-অদ্ভুতম্—যা অত্যন্ত অদ্ভুত।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—হে মহান ব্রাহ্মণ শুকদেব গোস্বামী, ভগবান শ্রীবিষ্ণু কেন এবং কিভাবে ক্ষীর সমুদ্র মন্থন করেছিলেন? কি কারণে তিনি জলে কূর্মরূপে মন্দর পর্বত ধারণ করেছিলেন? দেবতারা কিভাবে অমৃত প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং সমুদ্র মন্থনের ফলে অন্য আর কি কি উৎপন্ন হয়েছিল? দয়া করে ভগবানের সেই সমস্ত অদ্ভুত লীলা আপনি বর্ণনা করুন।

শ্লোক ১৩

ত্বয়া সঙ্কথ্যমানেন মহিমা সাত্বতাং পতেঃ ।

নাতিতৃপ্যতি মে চিত্তং সুচিরং তাপতাপিতম্ ॥ ১৩ ॥

ত্বয়া—আপনার দ্বারা; সঙ্কথ্যমানেন—বর্ণিত হয়ে; মহিমা—সমস্ত মহিমার দ্বারা; সাত্বতাম্ পতেঃ—ভক্তদের ঈশ্বর ভগবানের; ন—না; অতি-তৃপ্যতি—যথেষ্টভাবে সন্তুষ্ট; মে—আমার; চিত্তম্—হৃদয়; সুচিরম্—দীর্ঘকাল ধরে; তাপ—দুঃখের দ্বারা; তাপিতম্—তপ্ত হয়ে।

অনুবাদ

আপনার দ্বারা বর্ণিত ভক্তের ঈশ্বর ভগবানের মহিমাম্বিত কার্যকলাপ শ্রবণ করে,
জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখের দ্বারা তপ্ত আমার হৃদয় এখনও তপ্ত হয়নি।

শ্লোক ১৪

শ্রীসূত উবাচ

সম্পৃষ্টো ভগবানেবং দ্বৈপায়নসুতো দ্বিজাঃ ।

অভিনন্দ্য হরেবীর্যমভ্যাচষ্টুং প্রচক্রমে ॥ ১৪ ॥

শ্রী-সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; সম্পৃষ্টঃ—জিজ্ঞাসিত হয়ে; ভগবান্—
শুকদেব গোস্বামী; এবম্—এইভাবে; দ্বৈপায়ন-সুতঃ—শ্রীব্যাসদেবের পুত্র;
দ্বিজাঃ—হে সমবেত ব্রাহ্মণগণ; অভিনন্দ্য—মহারাজ পরীক্ষিৎকে অভিনন্দন
জানিয়ে; হরেঃ বীর্যম্—ভগবানের মহিমা; অভ্যাচষ্টুম্—বর্ণনা করার জন্য;
প্রচক্রমে—প্রচেষ্টা করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—হে নৈমিষারণ্যে সমবেত ব্রাহ্মণগণ, দ্বৈপায়নের পুত্র
শুকদেব গোস্বামীকে মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন এইভাবে প্রশ্ন করেছিলেন, তখন
রাজাকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি ভগবানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছিলেন।

শ্লোক ১৫-১৬

শ্রীশুক উবাচ

যদা যুদ্ধেহসুরৈর্দেবা বধ্যমানাঃ শিতায়ুধৈঃ ।

গতাসবো নিপতিতা নোত্তিষ্ঠেরন্ স্ম ভূরিশঃ ॥ ১৫ ॥

যদা দুর্বাসঃ শাপেন সেন্দ্রা লোকাস্ত্রয়ো নৃপ ।

নিঃশ্রীকশ্চাভবংস্তত্র নেশুরিজ্যাদয়ঃ ক্রিয়াঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; যদা—যখন; যুদ্ধে—যুদ্ধে;
অসুরৈঃ—অসুরদের দ্বারা; দেবাঃ—দেবতারা; বধ্যমানাঃ—আক্রান্ত হয়েছিল; শিত-

আয়ুধৈঃ—তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা; গত-আসবঃ—মৃতপ্রায়; নিপতিতাঃ—তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিপতিত হয়েছিল; ন—না; উত্তিষ্ঠেরন্—পুনরায় উঠেছিল; স্ম—তা হওয়ায়; ভূরিশঃ—তাদের অধিকাংশ; যদা—যখন; দুর্বাসঃ—দুর্বাসা মুনির; শাপেন—শাপের ফলে; স-ইন্দ্রাঃ—ইন্দ্র সহ; লোকাঃ ত্রয়ঃ—ত্রিলোক; নৃপ—হে রাজন্; নিঃশ্রীকাঃ—কোন জড় ঐশ্বর্য বিনা; চ—ও; অভবন্—হয়েছিল; তত্র—তখন; নেশুঃ—অনুষ্ঠান করতে পারেনি; ইজ্য-আদয়ঃ—যজ্ঞ; ক্রিয়াঃ—অনুষ্ঠান।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—অসুরেরা যখন যুদ্ধে তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের দ্বারা দেবতাদের প্রবলভাবে আক্রমণ করেছিল, তখন বহু দেবতা পতিত হয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন, এবং তাঁরা আর জীবিত হননি। হে রাজন্, তখন দেবতারা দুর্বাসা মুনির দ্বারা অভিশাপগ্রস্ত হওয়ার ফলে ত্রিলোক শ্রীহীন হয়েছিল, এবং তাই যজ্ঞ অনুষ্ঠান হতে পারেনি। তার ফল অত্যন্ত সঙ্কটজনক হয়েছিল।

তাৎপর্য

কথিত আছে যে, দুর্বাসা মুনি এক সময় পথে ঐরাবতের পিঠে ইন্দ্রকে দর্শন করে তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে তাঁর গলার মালা দিয়েছিলেন। ইন্দ্র কিন্তু অত্যন্ত গর্বিত হয়ে দুর্বাসা মুনির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে, সেই মালাটি ঐরাবতের মন্তকে স্থাপন করেন। ঐরাবত হস্তী একটি পশু হওয়ার ফলে সেই মালার মূল্য বুঝতে না পেরে, সেটি সে তার গুঁড়ে নিয়ে মাটিতে ফেলে পদদলিত করে। এই অবজ্ঞাপূর্ণ আচরণ দর্শন করে দুর্বাসা মুনি ইন্দ্রকে দারিদ্র্যক্লিষ্ট ও শ্রীবিহীন হওয়ার অভিশাপ প্রদান করেন। তার ফলে দেবতারা একদিকে অসুরদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এবং অন্যদিকে দুর্বাসা মুনির অভিশাপে ত্রিলোকে ঐশ্বর্য ভ্রষ্ট হন।

জড় জগতে অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী হওয়া কখনও কখনও অত্যন্ত বিপজ্জনক। জড় ঐশ্বর্য সমন্বিত ব্যক্তির কাউকে মর্যাদা প্রদর্শন করে না, এবং তার ফলে তারা ভগবদ্ভক্ত, মহান ঋষি আদি মহাপুরুষদের চরণে অপরাধ করে। এটিই জড় ঐশ্বরের বিপদ। সেই সম্বন্ধে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেছেন, ধনদুর্মদাক্ষ—অত্যধিক ঐশ্বর্য মানুষকে অন্ধ করে দেয়। এই জড় জগতের মানুষদের কি কথা, তা স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্রেরও হয়েছিল। কেউ যখন জড় ঐশ্বর্য লাভ করে, তখন তার কর্তব্য বৈষ্ণব এবং মহাত্মাদের প্রতি অত্যন্ত বিনম্র এবং সুশীল হওয়া, তা না হলে তার অধঃপতন হবে।

শ্লোক ১৭-১৮

নিশাম্যৈতৎ সুরগণা মহেন্দ্রবরুণাদয়ঃ ।

নাধ্যগচ্ছন্ স্বয়ং মন্ত্ৰৈর্মন্ত্রয়ন্তো বিনিশ্চিতম্ ॥ ১৭ ॥

ততো ব্রহ্মসভাং জগ্মুর্মেরোর্মূর্ধনি সর্বশঃ ।

সর্বং বিজ্ঞাপয়াঞ্চক্রুঃ প্রণতাঃ পরমেষ্ঠিনে ॥ ১৮ ॥

নিশাম্য—শ্রবণ করে; এতৎ—এই ঘটনা; সুর-গণাঃ—সমস্ত দেবতারা; মহা-ইন্দ্র—দেবরাজ ইন্দ্র; বরুণাদয়ঃ—বরুণ আদি অন্যান্য দেবতাগণ; ন—না; অধ্যগচ্ছন্—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; স্বয়ং—স্বয়ং; মন্ত্ৰৈঃ—মন্ত্রণার দ্বারা; মন্ত্রয়ন্তঃ—আলোচনা করে; বিনিশ্চিতম্—প্রকৃত সিদ্ধান্ত; ততঃ—তখন; ব্রহ্ম-সভাম্—ব্রহ্মার সভায়; জগ্মুঃ—তঁারা গিয়েছিলেন; মেরোঃ—সুমেরু পর্বতের; মূর্ধনি—শিখরে; সর্বশঃ—তঁারা সকলে; সর্বম্—সব কিছু; বিজ্ঞাপয়াম্ চক্রুঃ—তঁারা নিবেদন করেছিলেন; প্রণতাঃ—প্রণতি নিবেদন করে; পরমেষ্ঠিনে—ব্রহ্মাকে।

অনুবাদ

ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতারা তাঁদের জীবন এইভাবে বিপন্ন দেখে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা কোন সমাধান খুঁজে পাননি। তখন সমস্ত দেবতারা একত্রে সুমেরু পর্বতের শিখরে ব্রহ্মার সভায় গমন করেছিলেন, এবং ব্রহ্মাকে তাঁদের প্রণতি নিবেদন করে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ১৯-২০

স বিলোক্যৈন্দ্রবায়ুদীন্ নিঃসত্ত্বান্ বিগতপ্রভান্ ।

লোকানমঙ্গলপ্রায়ানসুরানযথা বিভূঃ ॥ ১৯ ॥

সমাহিতেন মনসা সংস্মরন্ পুরুষং পরম্ ।

উবাচোৎফুল্লবদনো দেবান্ স ভগবান্ পরঃ ॥ ২০ ॥

সঃ—ব্রহ্মা; বিলোক্য—দর্শন করে; ইন্দ্র-বায়ু-আদীন্—ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবতাদের; নিঃসত্ত্বান্—আধ্যাত্মিক শক্তিবহীন; বিগত-প্রভান্—হতপ্রভ; লোকান্—ত্রিলোকের; অমঙ্গল-প্রায়ান্—দুর্ভাগ্যগ্রস্ত; অসুরান্—সমস্ত অসুরেরা; অযথাঃ—সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে; বিভূঃ—ব্রহ্মা, যিনি এই জড় জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ; সমাহিতেন—পূর্ণ সামঞ্জস্যের

দ্বারা; মনসা—মনের; সংস্মরন্—বার বার স্মরণ করে; পুরুষম্—পরম পুরুষ; পরম্—চিন্ময়; উবাচ—বলেছিলেন; উৎফুল্ল-বদনঃ—আনন্দোজ্জ্বল মুখমণ্ডল; দেবান্—দেবতাদের; সঃ—তিনি; ভগবান্—পরম শক্তিমান; পরঃ—দেবতাদের।

অনুবাদ

দেবতাদের হতপ্রভ ও বলহীন এবং তার ফলে লোকত্রয়েকে মঙ্গল রহিত দর্শন করে, এবং অসুরদের পরিস্থিতি দেবতাদের ঠিক বিপরীত অর্থাৎ সমৃদ্ধিশালী দর্শন করে, আদি দেব পরম শক্তিমান ব্রহ্মা পরমেশ্বর ভগবানে তাঁর মনকে একাগ্র করে উৎফুল্ল বদনে দেবতাদের বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

দেবতাদের প্রকৃত অবস্থা শ্রবণ করে ব্রহ্মা অত্যন্ত চিন্তিত হলেন, কারণ অসুরেরা অনর্থক অত্যন্ত বলবান হয়ে উঠেছিল। অসুরেরা যখন শক্তিশালী হয়, তখন সমগ্র বিশ্বের পরিস্থিতি অত্যন্ত সঙ্কটজনক হয়ে ওঠে, কারণ অসুরেরা জগতের মঙ্গলের কথা বিবেচনা না করে, কেবল তাদের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের কথাই চিন্তা করে। দেবতা অথবা ভক্তেরা কিন্তু সমস্ত জীবের মঙ্গল সাধনের চিন্তায় মগ্ন থাকেন। যেমন, শ্রীল রূপ গোস্বামী সারা জগতের মঙ্গল সাধনের জন্য মন্তীর পদ ত্যাগ করে বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন (লোকানাং হিতকারিণৌ)। সেটিই সাধু বা দেবতার প্রবৃত্তি। এমন কি নির্বিশেষবাদীরাও সকলের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে। তাই অসুরদের ক্ষমতা বর্ধিত হতে দেখে ব্রহ্মা অত্যন্ত চিন্তিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২১

অহং ভবো যুয়মথোহসুরাদয়ো

মনুষ্যতির্যগ্দ্ৰুমঘর্মজাতয়ঃ ।

যস্যাবতারাংশকলাবিসর্জিতা

ব্রজাম সর্বে শরণং তমব্যয়ম্ ॥ ২১ ॥

অহম্—আমি; ভবঃ—শিব; যুয়ম্—তোমরা সমস্ত দেবতারা; অথো—এবং; অসুরাদয়ঃ—অসুর প্রভৃতি; মনুষ্য—মানুষ; তির্যক্—পশু; দ্রুম—বৃক্ষ-লতা; ঘর্ম-জাতয়ঃ—পোকা ও জীবাণু আদি স্বেদজ প্রাণী; যস্য—যাঁর (ভগবানের);

অবতার—পুরুষাবতারে; অংশ—তাঁর অংশ গুণাবতার ব্রহ্মার; কলা—ব্রহ্মার পুত্রগণ; বিসর্জিতাঃ—বংশানুক্রমে উৎপন্ন; ব্রজাম—আমরা যাব; সর্বে—সকলে; শরণম্—আশ্রয়; তম্—ভগবানকে; অব্যয়ম্—অব্যয়।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বললেন—আমি, শিব ও তোমরা দেবতারা, অসুরেরা, জরায়ুজ, অণুজ, উদ্ভিজ্জ এবং স্বেদজ, সমস্ত প্রাণীরা ভগবানের থেকে, রজোগুণে ভগবানের গুণাবতার (ব্রহ্মা) থেকে এবং আমার কলা মহর্ষিগণ থেকে সৃষ্ট হয়েছে। তাই চল, আমরা সেই ভগবানের কাছে গিয়ে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হই।

তাৎপর্য

কোন প্রাণীর জন্ম হয় জরায়ু থেকে, কোন প্রাণীর জন্ম হয় স্বেদ থেকে, এবং কোন প্রাণীর বীজ থেকে। এইভাবে সমস্ত জীবই ভগবানের গুণাবতার থেকে উদ্ভূত। চরমে ভগবানই সমস্ত জীবের আশ্রয়।

শ্লোক ২২

ন যস্য বধ্যো ন চ রক্ষণীয়ো

নোপেক্ষণীয়াদরণীয়পক্ষঃ ।

তথাপি সর্গস্থিতিসংযমার্থং

ধত্তে রজঃসত্ত্বতমাংসি কালে ॥ ২২ ॥

ন—না; যস্য—যাঁর (ভগবানের); বধ্যঃ—বধ যোগ্য; ন—না; চ—ও; রক্ষণীয়ঃ—রক্ষণীয়; ন—না; উপেক্ষণীয়ঃ—উপেক্ষার যোগ্য; আদরণীয়—আদরণীয়; পক্ষঃ—অংশ; তথাপি—তা সত্ত্বেও; সর্গ—সৃষ্টি; স্থিতি—পালন; সংযম—এবং সংহারের; অর্থম্—জন্য; ধত্তে—তিনি ধারণ করেন; রজঃ—রজ; সত্ত্ব—সত্ত্ব; তমাংসি—এবং তমোগুণ; কালে—কালক্রমে।

অনুবাদ

ভগবানের বধ্য, রক্ষণীয়, উপেক্ষণীয় বা আদরণীয় কেউ নেই, তবুও তিনি সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহারের জন্য কালক্রমে সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণে বিভিন্ন রূপে অবতরণ করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি বিশ্লেষণ করছে যে, পরমেশ্বর ভগবান সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। সেই কথা প্রতিপন্ন করে ভগবান স্বয়ং ভগবদ্গীতায় (৯/২৯) বলেছেন—

সমোহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষোহস্তি ন প্রিয়ঃ ।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥

“আমি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। কেউই আমার প্রিয় নয় এবং অপ্রিয়ও নয়। কিন্তু যাঁরা ভক্তিপূর্বক আমাকে ভজনা করেন, তাঁরা স্বভাবতই আমাতে অবস্থান করেন এবং আমিও স্বভাবতই তাঁদের হৃদয়ে বাস করি।” ভগবান যদিও পক্ষপাতশূন্য, তবুও তিনি তাঁর ভক্তের প্রতি বিশেষভাবে যত্নশীল। তাই ভগবান ভগবদ্গীতায় (৪/৮) বলেছেন—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সন্তুভামি যুগে যুগে ॥

“সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।” কারও রক্ষা এবং বিনাশের জন্য ভগবানের কিছু করণীয় নেই, তবুও এই জড় জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের জন্য তাঁকে আপাতদৃষ্টিতে সত্ত্ব, রজ অথবা তমোগুণে কর্ম করতে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। তিনি সকলেরই পরম ঈশ্বর। রাজা যেমন আইন এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য কাউকে দণ্ড দেন অথবা কাউকে পুরস্কৃত করেন, তেমনই যদিও এই জড় জগতে ভগবানের করণীয় কিছু নেই, তবুও তিনি স্থান, কাল এবং পাত্র অনুসারে বিভিন্নরূপে অবতরণ করেন।

শ্লোক ২৩

অয়ং চ তস্য স্থিতিপালনক্ষণঃ

সত্ত্বং জুষণস্য ভবায় দেহিনাম্ ।

তস্মাদ্ ব্রজামঃ শরণং জগদ্গুরুং

স্থানাং স নো ধাস্যতি শং সুরপ্রিয়ঃ ॥ ২৩ ॥

অয়ম্—এই সময়ে; চ—ও; তস্য—ভগবানের; স্থিতি-পালনক্ষণঃ—তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠার অথবা পালনের সময়; সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ; জুষণস্য—(এখন প্রতীক্ষা না

করে) গ্রহণ করে; ভবায়—অধিক উন্নতি অথবা স্থিতি সাধনের জন্য; দেহিনাম্—
দেহধারী সমস্ত জীবের; তস্মাৎ—অতএব; ব্রজামঃ—আমরা গ্রহণ করি; শরণম্—
আশ্রয়; জগৎ-গুরুম্—জগদগুরু ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে; স্বানাম্—তঁার নিজ জন;
সঃ—তিনি (ভগবান); নঃ—আমাদের; ধাস্যতি—প্রদান করবেন; শম্—যে
সৌভাগ্য আমাদের প্রয়োজন; সুর-প্রিয়ঃ—দেবতা বা ভক্তদের প্রিয়।

অনুবাদ

এখন দেহধারী জীবদের সত্ত্বগুণ আহ্বান করার সময়। সৃষ্টির পালনের নিমিত্ত
সত্ত্বগুণ ভগবানের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। তাই এটিই ভগবানের শরণ গ্রহণ করার
উপযুক্ত সময়। যেহেতু তিনি স্বভাবতই দেবতাদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাময় এবং
প্রিয়, তাই তিনি নিশ্চয়ই আমাদের সৌভাগ্য প্রদান করবেন।

তাৎপর্য

জড় জগৎ সত্ত্ব, রজ এবং তম—প্রকৃতির এই তিনটি গুণের দ্বারা পরিচালিত হয়।
রজোগুণের দ্বারা সমস্ত জড় বস্তুর সৃষ্টি হয়, সত্ত্বগুণের দ্বারা পালন হয়, এবং
সৃষ্টি যখন অশোভনভাবে স্থিত হয়, তখন তা তমোগুণের দ্বারা ধ্বংস হয়।

এই শ্লোক থেকে আমরা, বর্তমানে যে সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, সেই
কলিযুগের পরিস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। কলিযুগ শুরু হওয়ার পূর্বে, দ্বাপর
যুগের শেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতরণ করেছিলেন এবং ভগবদ্গীতা রূপে তাঁর
উপদেশ প্রদান করে গেছেন, যার মধ্যে তিনি সমস্ত জীবকে তাঁর শরণাগত হওয়ার
কথা বলেছেন। কিন্তু কলিযুগের শুরু থেকেই মানুষ প্রকৃতপক্ষে ভগবানের
শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হতে পারেনি, এবং তাই প্রায় পাঁচ হাজার বছর পর, শ্রীকৃষ্ণ
পুনরায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন সারা জগৎকে তাঁর শরণাগত
হওয়ার মাধ্যমে পবিত্র হওয়ার শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার অর্থ সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হওয়া। শ্রীকৃষ্ণ
ভগবদ্গীতায় (১৮/৬৬) বলেছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

“সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত
পাপ থেকে মুক্ত করব। সেই বিষয়ে তুমি কোন দৃষ্টিভঙ্গি করো না।” তাই মানুষ

যখন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হন, তখন তিনি অবশ্যই সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হন।

কলিযুগ কলুষে পূর্ণ। সেই কথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১২/৩/৫১) বর্ণিত হয়েছে—

কলেদৌষনিধে রাজনস্তি হোকো মহান্ গুণঃ ।

কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥

এই কলিযুগ অন্তহীন দোষে পূর্ণ, প্রকৃতপক্ষে তা একটি দোষের সমুদ্রের মতো (দৌষনিধি)। কিন্তু এই কলিযুগের একটি মহৎ গুণ রয়েছে। কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ— কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে, যে কেউ কলিযুগের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারে, এবং সে তার চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। এটিই কলিযুগের একটি মহান গুণ।

শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতরণ করেছিলেন, তখন তিনি তাঁর আদেশ দিয়েছিলেন, এবং সেই শ্রীকৃষ্ণ যখন ভক্তরূপে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হন, তখন তিনি আমাদের কলিযুগের পাপের সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার পন্থা প্রদর্শন করেছেন। সেটিই হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের পন্থা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তিনি সংকীর্তন আন্দোলনের যুগ সূচনা করেছিলেন। বলা হয়েছে যে, দশ হাজার বছর ধরে এই যুগ স্থাপিত হবে। অর্থাৎ, কেবল সংকীর্তন আন্দোলন গ্রহণ করার ফলে এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে, কলিযুগের অধঃপতিত জীবেরা উদ্ধার লাভ করবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ৪,৩২,০০০ বছর দীর্ঘ কলিযুগের শুরু হয়। তার মধ্যে কেবল ৫,০০০ বছর গত হয়েছে। অতএব এখনও আরও ৪,২৭,০০০ বছর বাকি রয়েছে। এই ৪,২৭,০০০ বছরের মধ্যে ১০,০০০ বছর ধরে যে সংকীর্তন আন্দোলন চলবে, তার উদ্বোধন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৫০০ বছর আগে করেছেন। এই সংকীর্তন আন্দোলন কলিযুগের অধঃপতিত জীবদের হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে, সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সুযোগ প্রদান করছে।

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন সর্বদাই শক্তি সমন্বিত, কিন্তু এই কলিযুগে তা বিশেষভাবে শক্তি সমন্বিত। তাই মহারাজ পরীক্ষিতকে উপদেশ দেওয়ার সময়, শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন—

কলেদৌষনিধে রাজনস্তি হোকো মহান্ গুণঃ ।

কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥

“হে রাজন্, যদিও এই কলিযুগ একটি দোষের সমুদ্র সদৃশ, তবুও তার একটি মহৎ গুণ রয়েছে। কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে, মানুষ জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে।” (শ্রীমদ্ভাগবত ১২/৩/৫১) যাঁরা পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র প্রচার করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কর্তব্য ভববন্ধন থেকে মানুষদের অনায়াসে উদ্ধার করার এই সুযোগ গ্রহণ করা। তাই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ অনুসরণ করা এবং অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রচার করা। মানব-সমাজে শান্তি এবং সমৃদ্ধির জন্য এটিই সর্বোত্তম কল্যাণকর কার্য।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলন কৃষ্ণ-সংকীর্তন প্রচার করার আন্দোলন। পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্—“শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনের পরম বিজয় হোক!” এই কৃষ্ণসংকীর্তন এমন জয়যুক্ত কেন? সেই কথাও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিশ্লেষণ করেছেন। চেতোদর্পণ-মার্জনম্—হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের ফলে হৃদয় নির্মল হয়। এই কলিযুগে সত্ত্বগুণ নেই, তার ফলে হৃদয়ের নির্মলতাও নেই, এবং তাই মানুষ তাদের জড় দেহকে তাদের স্বরূপ বলে মনে করে মস্ত বড় ভুল করছে, এটিই কলিযুগের সব চাইতে বড় বিপদ। বড় বড় দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকেরাও তাদের দেহকে তাদের স্বরূপ বলে মনে করে। কয়েকদিন আগে এক বিখ্যাত দার্শনিক টমাস হাক্সলীর সঙ্গে আমাদের আলোচনা হচ্ছিল, এবং তিনি একজন ইংরেজ হওয়ার গর্বে অত্যন্ত গর্বিত। অর্থাৎ, তিনি তাঁর দেহটিকেই তাঁর স্বরূপ বলে মনে করে দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা আচ্ছন্ন। সর্বত্রই আমরা মানুষকে এই ভ্রান্ত ধারণায় আচ্ছন্ন দেখছি। মানুষ যখন এইভাবে দেহাত্মবুদ্ধি সম্বিত হয়, তখন সে একটি কুকুর বা বিড়ালের মতো পশুতে পরিণত হয় (স এব গোখরঃ)। তাই আমাদের হৃদয়ের সব চাইতে বিপজ্জনক কলুষ হচ্ছে এই দেহাত্মবুদ্ধি। এই ভ্রান্ত ধারণাবশত মানুষ মনে করে, “আমি এই শরীর, আমি একজন ইংরেজ। আমি একজন ভারতীয়। আমি একজন আমেরিকান। আমি একজন হিন্দু। আমি একজন মুসলমান।” এই ভ্রান্ত ধারণাটি হচ্ছে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি সাধনের সব চাইতে বড় প্রতিবন্ধক, এবং তা দূর করা অবশ্য কর্তব্য। সেটিই ভগবদ্গীতার এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ। প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্গীতার শুরুতেই এই উপদেশ দেওয়া হয়েছে—

দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।

তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরন্তত্র ন মুহ্যতি ॥

“দেহী যেভাবে কৌমার, যৌবন এবং জরার মাধ্যমে দেহের রূপ পরিবর্তন করে চলে, মৃত্যুকালে তেমনই ঐ দেহী (আত্মা) এক দেহ থেকে অন্য কোনও দেহে দেহান্তরিত হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা কখনও এই পরিবর্তনে মুহ্যমান হন না।” (ভগবদ্গীতা ২/১৩) আত্মা যদিও দেহের ভিতরে রয়েছে, তবুও ভ্রান্তিবশত এবং পশুপ্রবৃত্তিবশত মানুষ তার দেহটিকে আত্মা বলে মনে করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই বলেছেন—*চেতোদর্পণমার্জনম্*। ভ্রান্ত ধারণায় পূর্ণ হৃদয়কে কেবল শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনের দ্বারা পরিষ্কার করা সম্ভব। তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের নেতাদের কর্তব্য, অধঃপতিত জীবদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে তাদের জড়-জাগতিক জীবনের ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত করা।

এই জড় জগতে কেউই সুখী হতে পারে না। সেই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (৮/১৬) বলা হয়েছে—

আব্রহ্মভুবনাক্সোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন ।

“এই জড় জগতের সর্বোচ্চ লোক থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন লোক পর্যন্ত সব কয়টি স্থানই জন্ম-মৃত্যুর পুনরাবৃত্তিরূপ দুঃখ-দুর্দশার স্থান।” অতএব, চন্দ্রলোকে যাওয়ার আর কি কথা, কেউ যদি ব্রহ্মলোকেও যায়, সেখানেও সে সুখী হতে পারবে না। কেউ যদি প্রকৃতই সুখ চায়, তা হলে তাকে চিৎ-জগতে ফিরে যেতে হবে। এই জড় জগতে সকলকেই জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়, এবং যে সব চাইতে যোগ্য, সে-ই এখানে বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু এই জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত আত্মারা জানে না বেঁচে থাকা বলতে কি বোঝায় এবং যোগ্য কে। বেঁচে থাকার অর্থ মৃত্যুবরণ করা নয়; বেঁচে থাকার অর্থ অমৃতত্ব লাভ করে নিত্য আনন্দময় এবং জ্ঞানময় জীবন প্রাপ্ত হওয়া। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিটি মানুষকে বেঁচে থাকার উপযুক্ত করে তোলা। বস্তুতপক্ষে, তার অর্থ হচ্ছে জীবন সংগ্রামের সমাপ্তি সাধন করা। কিভাবে এই জীবন সংগ্রামের সমাপ্তি সাধন করতে হয় এবং কিভাবে নিত্য জীবন লাভ করা যায়, তার বিশেষ নির্দেশ শ্রীমদ্ভাগবতে এবং ভগবদ্গীতায় দেওয়া হয়েছে। তাই এই সংকীর্তন আন্দোলন হচ্ছে সব চাইতে সুন্দর সুযোগ। কেবল ভগবদ্গীতা শ্রবণ করে এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে মানুষ সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হতে পারে। এইভাবে জীবন সংগ্রামের সমাপ্তি সাধন করে মানুষ ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে।

শ্লোক ২৪

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যাভাষ্য সুরান্ বেধাঃ সহ দেবৈররিন্দম ।

অজিতস্য পদং সাক্ষাজ্জগাম তমসঃ পরম্ ॥ ২৪ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; ইতি—এইভাবে; আভাষ্য—বলে; সুরান্—দেবতাদের; বেধাঃ—ব্রহ্মাণ্ডের নেতা এবং সকলকে বৈদিক জ্ঞান প্রদাতা ব্রহ্মা; সহ—সঙ্গে; দেবৈঃ—দেবতাগণ; অরিন্দম—(ইন্দ্রিয়রূপ) সর্বপ্রকার শত্রুদের দমনকারী হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; অজিতস্য—ভগবানের; পদম্—স্থানে; সাক্ষাৎ—প্রত্যক্ষভাবে; জগাম—গিয়েছিলেন; তমসঃ—অন্ধকার জগতের; পরম্—অতীত।

অনুবাদ

হে অরিন্দম মহারাজ পরীক্ষিৎ! দেবতাদের এই কথা বলার পর, ব্রহ্মা তাঁদের নিয়ে এই জড় জগতের অতীত ভগবদ্ধামে গিয়েছিলেন। ভগবানের ধাম ক্ষীর সমুদ্রে শ্বেতদ্বীপে অবস্থিত।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিৎকে এখানে অরিন্দম বলে সম্বোধন করা হয়েছে, অর্থাৎ তিনি ‘সমস্ত শত্রুদের দমনকারী’। আমাদের শত্রু কেবল আমাদের দেহের বাইরেই নয়, আমাদের দেহের ভিতরেও বহু শত্রু রয়েছে, যেমন কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি। মহারাজ পরীক্ষিৎকে এখানে বিশেষ করে অরিন্দম বলে সম্বোধন করা হয়েছে, কারণ তাঁর রাজনৈতিক জীবনে তিনি সমস্ত শত্রুদের দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এবং যদিও তিনি ছিলেন একজন যুবক রাজা, তবুও তিনি যখন জানতে পেরেছিলেন যে, সাত দিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হবে, তিনি তৎক্ষণাৎ আধ্যাত্মিক জীবনে স্থির হওয়ার জন্য তাঁর রাজ্য ত্যাগ করেছিলেন। তিনি তাঁর দেহের ভিতরের শত্রু—কাম-ক্রোধ-লোভ ইত্যাদির আদেশ অনুসরণ করেননি। যে মুনিপুত্র তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিল, তার প্রতিও তিনি একটুও ক্রুদ্ধ হননি। পক্ষান্তরে, তিনি সেই অভিশাপটি শিরোধার্য করে, শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর সান্নিধ্যে তাঁর মৃত্যুকে বরণ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। মৃত্যু অবশ্যস্বাবী; মৃত্যুকে কেউই এড়াতে পারে না। তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর জীবদ্দশায় শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁকে এখানে অরিন্দম বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

এখানে সুরপ্রিয় শব্দটিও মাহাত্ম্যপূর্ণ। যদিও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলের প্রতি সমদর্শী, তবুও তিনি ভক্তদের প্রতি বিশেষভাবে অনুকূল (যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্)। ভক্তেরা সকলেই দেবতা। এই পৃথিবীতে দুই প্রকার মানুষ রয়েছে—দেব এবং অসুর। পদ্ম পুরাণে বলা হয়েছে—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেহস্মিন্ দৈব আসুর এব চ ।

বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপৰ্যয়ঃ ॥

কৃষ্ণভক্তদের বলা হয় দেব, এবং অন্যদের বলা হয় অসুর, এমন কি তারা যদি দেবতাদের ভক্তও হয়। যেমন রাবণ ছিল শিবের মহাভক্ত, কিন্তু তাকে অসুর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তেমনই, হিরণ্যকশিপুকে ব্রহ্মার মহাভক্ত বলে বর্ণনা করা হলেও সে ছিল একটি অসুর। তাই বিষ্ণুভক্তকেই কেবল সুর বলা হয়। ভক্ত ভগবদ্ভক্তির সর্বোত্তম স্তরে অবস্থিত না হলেও, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন থাকেন। ভগবদ্ভক্তির নিম্নতর স্তরেও ভক্ত চিন্ময় স্তরে থাকেন, এবং তিনি যদি ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করতে থাকেন, তা হলে তিনি দেব বা সুররূপে পরিগণিত হন। এইভাবে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করতে থাকলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতি সর্বদা প্রসন্ন হবেন এবং তাঁকে সমস্ত উপদেশ দেবেন, যাতে তিনি অনায়াসে ভগবদ্ধামে তাঁর কাছে ফিরে যেতে পারেন।

অজিতস্য পদম্—ভগবানের ধাম এই জড় জগতে ক্ষীর সমুদ্রে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন—পদং ক্ষীরোদধিস্থশ্বেতদ্বীপং তমসঃ প্রকৃতেঃ পরম্। ক্ষীর সমুদ্রে শ্বেতদ্বীপ জড়াতীত চিন্ময়। এই জড় জগতের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। সরকারের রাজভবন থাকতে পারে, যেখানে রাজ্যপাল এবং গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কর্মচারীরা বাস করেন। এই রাজভবন কোন সাধারণ গৃহ নয়। তেমনই, শ্বেতদ্বীপ যদিও ক্ষীর সমুদ্রে অবস্থিত, তবুও তা এই জড় জগতের কোন স্থান নয়—তা পরং পদম্, ভগবানের চিন্ময় ধাম।

শ্লোক ২৫

তত্রাদৃষ্টস্বরূপায় শ্রুতপূর্বায়া বৈ প্রভুঃ ।

স্তুতিমক্ৰত দৈবীভির্গীর্ভিস্তবহিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২৫ ॥

তত্র—সেখানে (শ্বেতদ্বীপ নামক ভগবানের ধামে); অদৃষ্ট-স্বরূপায়—যাঁকে ব্রহ্মা পর্যন্ত দর্শন করেননি, সেই ভগবানকে; শ্রুত-পূর্বায়া—কিন্তু বেদে যাঁর সম্বন্ধে শোনা গেছে; বৈ—বস্তুতপক্ষে; প্রভুঃ—ব্রহ্মা; স্তুতিম্—বৈদিক শাস্ত্রের স্তব; অক্ৰত—

অনুষ্ঠিত; দৈবীভিঃ—বৈদিক শাস্ত্রে উল্লিখিত স্তবের দ্বারা অথবা নিষ্ঠা সহকারে বেদের নির্দেশ পালনকারী ব্যক্তির দ্বারা প্রার্থনা; গীর্ভিঃ—এই প্রকার শব্দ বা সঙ্গীতের দ্বারা; তু—তখন; অবহিত-ইন্দ্রিয়ঃ—অবিচলিত চিত্তে।

অনুবাদ

সেখানে (শ্বেতদ্বীপে), ব্রহ্মা ভগবানের স্তব করেছিলেন, যদিও তিনি কখনও তাঁকে দর্শন করেননি। যেহেতু ব্রহ্মা বৈদিক শাস্ত্রে ভগবানের কথা শ্রবণ করেছিলেন, তাই তিনি সমাহিত চিত্তে বৈদিক বাণীর দ্বারা ভগবানের স্তব করেছিলেন।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতারা যখন ভগবানকে দর্শন করার জন্য শ্বেতদ্বীপে যান, সেখানে তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করতে পারেন না, কিন্তু ভগবান তাঁদের প্রার্থনা শোনেন, এবং সেই অনুসারে কার্য করেন। বহু ক্ষেত্রে আমরা তা দেখতে পাই। ঋতপূর্বায় শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করে অথবা শ্রবণ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করি। কাউকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করা না গেলেও প্রামাণিক সূত্রে তার সম্বন্ধে আমরা শুনতে পারি। কখনও কখনও মানুষ আমাদের জিজ্ঞাসা করে, আমরা তাদের ভগবানকে দেখাতে পারি কি না। এই প্রশ্নটি অত্যন্ত হাস্যকর। ভগবানকে স্বীকার করার পূর্বে তাঁকে দর্শন করার প্রয়োজন হয় না। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সর্বদাই অপূর্ণ। তাই আমরা ভগবানকে দর্শন করলেও তাঁকে নাও বুঝতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ যখন পৃথিবীতে ছিলেন, তখন বহু মানুষ তাঁকে দর্শন করেছিল কিন্তু তিনি যে পরমেশ্বর ভগবান তা তারা বুঝতে পারেনি। অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাস্মিতম্। মূর্থ এবং দুষ্কৃতকারীরা শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করলেও তিনি যে ভগবান তা বুঝতে পারে না। যারা দুর্ভাগা, তারা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করা সত্ত্বেও তাঁকে জানতে পারে না। তাই প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্র থেকে এবং যারা বৈদিক শাস্ত্র যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছেন তাঁদের কাছ থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমাদের শ্রবণ করতে হবে। ব্রহ্মা যদিও ভগবানকে পূর্বে দর্শন করেননি, তবুও তিনি নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, ভগবান শ্বেতদ্বীপে রয়েছেন। তাই তিনি সেখানে গিয়ে ভগবানের স্তব করেছিলেন।

এই সমস্ত স্তব কোন সাধারণ মনগড়া স্তব নয়। স্তব অবশ্যই বৈদিক শাস্ত্র অনুমোদিত হওয়া উচিত, যা এই শ্লোকে দৈবীভির্গীর্ভিঃ পদের দ্বারা বোঝানো হয়েছে। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে, যে সমস্ত গান প্রামাণিক ভক্তের

দ্বারা অনুমোদিত হয়নি অথবা গীত হয়নি তা আমরা গাইতে দিই না। আমরা সিনেমার গান মন্দিরে গাইতে দিতে পারি না। আমরা সাধারণত দুটি গান গাই। তার একটি হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদিগৌরভক্তবৃন্দ। এটি প্রামাণিক। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে তার উল্লেখ করা হয়েছে এবং আচার্যেরা তা অনুমোদন করেছেন। অন্য গানটি হচ্ছে মহামন্ত্র—
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
আমরা নরোত্তম দাস ঠাকুর, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, লোচনদাস ঠাকুর আদি মহান ভক্তদের গানও গাইতে পারি, কিন্তু এই দুটি গান—‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’ এবং ‘হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র’—ভগবানকে দর্শন করতে না পারলেও, তাঁর প্রসন্নতা বিধানের জন্য যথেষ্ট। ভগবানকে দর্শন করা প্রামাণিক শাস্ত্রের এবং মহাজনদের প্রামাণিক উক্তির দ্বারা ভগবানের মহিমা কীর্তন করার মতো গুরুত্বপূর্ণ নয়।

শ্লোক ২৬

শ্রীব্রহ্মোবাচ

অবিক্রিয়ং সত্যমনন্তমাদ্যং

গুহাশয়ং নিষ্কলমপ্রতর্ক্যম্ ।

মনোহগ্রযানং বচসানিরুক্তং

নমামহে দেববরং বরেণ্যম্ ॥ ২৬ ॥

শ্রী-ব্রহ্মা উবাচ—শ্রীব্রহ্মা বললেন; অবিক্রিয়ম্—ভগবানকে, যাঁর কখনও (জড় বস্তুর মতো) বিকার হয় না; সত্যম্—পরম সত্য; অনন্তম্—অনন্ত; আদ্যম্—সর্ব-কারণের আদি কারণ; গুহাশয়ম্—সকলের হৃদয়ে বিরাজমান; নিষ্কলম্—শক্তির কোন রকম হ্রাস না হয়ে; অপ্রতর্ক্যম্—তর্কের অতীত, অচিন্ত্য; মনঃ-অগ্রযানম্—মনের থেকে দ্রুতগতি, মনের জল্পনা-কল্পনার অতীত; বচসা—বাক্য-বিন্যাসের দ্বারা; অনিরুক্তম্—অবর্ণনীয়; নমামহে—আমরা দেবতারা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; দেব-বরম্—অসমোক্ষ ভগবানকে; বরেণ্যম্—পরম পূজনীয়, যিনি গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা পূজিত হন।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা বললেন—হে অবিকারী, অসীম পরম সত্য, পরমেশ্বর ভগবান, আপনি সব কিছুর উৎস। আপনি সর্বব্যাপ্ত হওয়ার ফলে, প্রতিটি জীবের হৃদয়ে এবং

প্রতিটি পরমাণুতেও বিরাজমান। আপনার কোন জড় গুণ নেই। বস্তুতপক্ষে, আপনি অচিন্ত্য। মনঃকল্পনা আপনাকে গ্রহণ করতে পারে না, এবং বাণী আপনাকে বর্ণনা করতে পারে না। আপনি সব কিছুর পরম ঈশ্বর, এবং তাই আপনি সকলের পরম পূজনীয়। আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ভগবান জড়া প্রকৃতিসম্মত নন। জড় জগতের সব কিছুরই পরিবর্তন হয়, যেমন, মাটি থেকে পাত্র তৈরি হয় এবং সেই পাত্র আবার মাটিতে পরিণত হয়। আমাদের সমস্ত সৃষ্টিই অস্থায়ী, অনিত্য। কিন্তু ভগবান নিত্য, এবং তাঁর বিভিন্ন অংশ জীবও নিত্য (মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ)। ভগবান সনাতন, এবং জীবও সনাতন। পার্থক্য কেবল এই যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম নিত্য, আর জীব তাঁর অণুসদৃশ অংশরূপে নিত্য। ভগবদ্গীতায় (১৩/৩) বর্ণনা করা হয়েছে, ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত। ভগবান ক্ষেত্রজ্ঞ এবং জীবও ক্ষেত্রজ্ঞ, কিন্তু ভগবান বিভূ, সর্বব্যাপ্ত এবং অনন্ত। ভগবান সব কিছুর কারণ। জীব অসংখ্য, কিন্তু ভগবান এক। কেউই ভগবান থেকে শ্রেষ্ঠ নয় এবং কেউই তাঁর সমকক্ষ নয়। তাই ভগবান হচ্ছেন পরম পূজনীয়, যা বৈদিক মন্ত্রে জানা যায় (ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে)। ভগবান পরম, কারণ কেউই মনের জল্পনা-কল্পনা অথবা বাক্যবিন্যাসের দ্বারা তাঁকে জানতে পারে না। ভগবান মনের চেয়েও দ্রুত গতিতে ভ্রমণ করতে পারেন। উপনিষদের শ্রুতিমন্ত্রে বলা হয়েছে—

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো

নৈনদেবা আপ্নবন্ পূর্বমর্ষৎ ।

তদ্ধাবতোহন্যানতোতি তিষ্ঠৎ

তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥

“ভগবান যদিও তাঁর ধামে স্থির রয়েছেন, তবুও তিনি মনের থেকেও দ্রুতগামী এবং সমস্ত বেগবান বস্তুর থেকে অধিক বেগবান। শক্তিশালী দেবতারাও তাঁর সমীপবর্তী হতে পারেন না। একস্থানে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি বায়ু এবং বৃষ্টি যাঁরা সরবরাহ করেন তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ।” (ঈশোপনিষদ ৪) তাই ভগবানকে কখনও অধীনস্থ জীবের সমকক্ষ বলে মনে করা উচিত নয়।

ভগবান যেহেতু সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান, এবং জীবের পক্ষে তা কখনও সম্ভব নয়, তাই কোন জীবকে কখনও ভগবানের সমতুল্য বলে মনে করা উচিত নয়। ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) ভগবান বলেছেন, সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ— “আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান।” কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সকলেই ভগবানের সমকক্ষ। শ্রুতিমন্ত্রেও বলা হয়েছে—হৃদি হায়মাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ। শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতেও বলা হয়েছে—সত্যং পরং ধীমহি। বৈদিক মন্ত্রে বলা হয়েছে—সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্ এবং নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যম্। ভগবান সর্বশ্রেষ্ঠ। যদিও স্বাভাবিকভাবে তিনি কোন কিছু করেন না, তবুও তিনিই সব কিছু করেন। সেই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।

মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ণবস্থিতঃ ॥

“অব্যক্তরূপে আমি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি। সমস্ত জীব আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু আমি তাতে অবস্থিত নই।” (ভগবদ্গীতা ৯/৮)

ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥

“হে কৌন্তেয়, আমার অধ্যাক্ষতার দ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা মায়া এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করে। প্রকৃতির নিয়মে এই জগৎ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হয় এবং ধ্বংস হয়।” (ভগবদ্গীতা ৯/১০) তাই ভগবান যদিও তাঁর ধামে নীরব রয়েছেন, তবুও তিনি তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা সব কিছু করছেন (পরাস্য শক্তিবিরিধেব শ্রায়তে)।

সমস্ত বৈদিক মন্ত্র ব্রহ্মার এই শ্লোকটিতে নিহিত রয়েছে, কারণ ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মসম্প্রদায়ে তাঁর অনুগামীরা পরম্পরার মাধ্যমে ভগবানকে জানেন। আমাদের পূর্বতন আচার্যদের বাণীর মাধ্যমে আমাদের জ্ঞান লাভ করতে হবে। বারোজন মহাজন রয়েছেন, এবং তাঁদের মধ্যে ব্রহ্মা অন্যতম।

স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শত্রুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ ।

প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলিবৈর্যাসকির্বয়ম্ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৬/৩/২০)

আমরা ব্রহ্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। দেবতারা যেমন ভগবানকে জানার জন্য ব্রহ্মাকে অনুসরণ করেন, আমাদের তেমন ভগবানকে জানার জন্য পরম্পরার ধারা অনুসরণ করতে হবে।

শ্লোক ২৭

বিপশ্চিতং প্রাণমনোধিয়াত্বনা-

মথৈন্দ্রিয়াভাসমনিদ্রমব্রণম্ ।

ছায়াতপৌ যত্র ন গুপ্তপক্ষৌ

তমক্ষরং খং ত্রিযুগং ব্রজামহে ॥ ২৭ ॥

বিপশ্চিতম্—সর্বজ্ঞকে; প্রাণঃ—প্রাণ কিভাবে কার্য করে; মনঃ—মন কিভাবে কার্য করে; ধিয়—বুদ্ধি কিভাবে কার্য করে; আত্মনাম্—সমস্ত জীবের; অর্থ—ইন্দ্রিয়ের বিষয়; ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়সমূহ; আভাসম্—জ্ঞান; অনিদ্রম্—সর্বদা জাগ্রত এবং অজ্ঞান থেকে মুক্ত; অব্রণম্—সুখ এবং দুঃখের দ্বারা প্রভাবিত জড় শরীর যার নেই; ছায়া-আতপৌ—অজ্ঞানের ফলে দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত সকলের আশ্রয়; যত্র—যেখানে; ন—না; গুপ্ত-পক্ষৌ—কোন জীবের প্রতি পক্ষপাতিত্ব; ত্বম্—তাকে; অক্ষরম্—অচ্যুত; খম্—আকাশের মতো সর্বব্যাপ্ত; ত্রিযুগম্—(সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপর) তিন যুগে ষড়ৈশ্বর্য সহ প্রকট হয়ে; ব্রজামহে—আমি শরণ গ্রহণ করি।

অনুবাদ

প্রাণ, মন, বুদ্ধি এবং আত্মা কিভাবে ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীনে কার্য করছে, তা তিনি প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে জানেন। তিনি সব কিছুর প্রকাশক এবং অজ্ঞান তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। পূর্বকৃত কর্মফলের দ্বারা প্রভাবিত তাঁর কোন জড় শরীর নেই। তিনি পক্ষপাত এবং অবিদ্যা থেকে মুক্ত। তাই আমি সেই নিত্য, সর্বব্যাপ্ত এবং আকাশের মতো মহান ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করি, যিনি ত্রিযুগে (সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপরে) ষড়ৈশ্বর্য সহ আবির্ভূত হন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতে ভগবানের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—জন্মাদ্যস্য যতোহম্বয়াদিতরতশ্চার্থেষুভিজ্ঞঃ। ভগবান সব কিছুর আদি উৎস, এবং তিনি প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে তাঁর সৃষ্টির সমস্ত কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবগত। তাই ভগবানকে এখানে বিপশ্চিতম্ বলে সম্বোধন করা হয়েছে, অর্থাৎ যিনি পূর্ণ জ্ঞানময় অথবা যিনি সব কিছু জানেন। ভগবান হচ্ছেন পরমাত্মা, এবং তিনি সমস্ত জীবের ও তাদের ইন্দ্রিয়ের সব কিছু সম্বন্ধে অবগত।

অনিদ্রম্ শব্দটির অর্থ ‘যিনি সর্বদা জাগ্রত এবং সমস্ত অজ্ঞান থেকে মুক্ত’, এই শ্লোকে এই শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) বর্ণনা করা হয়েছে, মন্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ—ভগবানই সকলকে বুদ্ধি প্রদান করেন এবং বিস্মৃতি প্রদান করেন। কোটি কোটি জীব রয়েছে, এবং ভগবান তাদের নির্দেশ দেন। তাই তাঁর নিদ্রিত হওয়ার সময় নেই, এবং তিনি আমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে কখনই অজ্ঞ নন। ভগবান সব কিছুর সাক্ষী; প্রতিক্ষণ আমরা যা কিছু করছি তা তিনি দর্শন করছেন। ভগবান কর্মের ফলপ্রসূত শরীরের দ্বারা আচ্ছাদিত নন। আমাদের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে আমাদের দেহ গঠিত হয়েছে (কর্মণা দৈবনেত্রেণ), কিন্তু ভগবানের কোন জড় শরীর নেই, এবং তাই তাঁর অবিদ্যা নেই। তিনি কখনও নিদ্রা যান না—তিনি সর্বদাই জাগ্রত এবং সতর্ক।

ভগবানকে ত্রিযুগ বলে বর্ণনা করা হয়েছে কারণ যদিও তিনি সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগে বিবিধরূপে আবির্ভূত হন, কিন্তু তিনি যখন কলিযুগে আবির্ভূত হন, তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন না।

কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষাকৃষ্ণং সাক্ষোপাস্ত্রপার্ষদম্ ।

ভগবান কলিযুগে ভক্তরূপে আবির্ভূত হন। তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণ হলেও, ভক্তের মতো হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন। কিন্তু, শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/৩২) বলা হয়েছে—

যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যাঁর অঙ্গকান্তি শ্রীকৃষ্ণের মতো কৃষ্ণবর্ণ নয়, কিন্তু স্বর্ণবর্ণ (ত্রিষাকৃষ্ণম্), তিনি পরমেশ্বর ভগবান। তিনি নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর এবং শ্রীবাস আদি অঙ্গ, উপাঙ্গ এবং পার্শদ পরিবৃত। যাঁরা যথেষ্ট বুদ্ধিমান, তাঁরা সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা এই ভগবানের আরাধনা করেন। এই অবতারে ভগবান নিজেকে ভগবান বলে ঘোষণা করেন না, এবং তাই তিনি ত্রিযুগ নামে পরিচিত।

শ্লোক ২৮

অজস্য চক্রং ত্বজয়ের্যমাণং

মনোময়ং পঞ্চদশারমাণ্ড ।

ত্রিনাভি বিদ্যুচ্চলমষ্টনেমি

যদক্ষমাহস্তমৃতং প্রপদ্যে ॥ ২৮ ॥

অজস্য—জীবের; চক্রম্—চক্র (এই সংসারে জন্ম-মৃত্যুর চক্র); তু—কিন্তু; অজয়া—ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা; ঈর্ষমাণম্—প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণায়মান; মনঃ—ময়ম্—যা মনের সৃষ্টির অতিরিক্ত আর কিছু নয়; পঞ্চদশ—পনের; অরম্—শলাকায়ুক্ত; আশু—অতি শীঘ্র; ত্রি-নাভি—তিনটি নাভি সমন্বিত (প্রকৃতির তিনটি গুণ); বিদ্যুৎ—বিদ্যুতের মতো; চলম্—গতিশীল; অষ্ট-নেমি—অষ্ট পরিধি সমন্বিত (ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ, ইত্যাদি ভগবানের আটটি বহিরঙ্গা শক্তি); যৎ—যে; অক্ষম্—অক্ষ; আহঃ—তঁারা বলেন; তম্—তঁাকে; ঋতম্—বাস্তব সত্য; প্রপদ্যে—আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

জড় কার্যের চক্রে জড় দেহটি মনরূপ রথের চক্র। দশটি ইন্দ্রিয় (পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়) এবং দেহাভ্যন্তরস্থ পঞ্চবায়ু সেই চক্রের পনেরটি অর। প্রকৃতির তিন গুণ (সত্ত্ব, রজ ও তম) সেই চক্রের তিনটি নাভি, এবং মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার প্রকৃতির এই আটটি উপাদান সেই চক্রের পরিধি। বিদ্যুৎশক্তির মতো বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা এই চক্র ভগবানরূপী কেন্দ্রের চতুর্দিকে অতি দ্রুতবেগে ঘূর্ণিত হয়। সেই পরমাত্মা এবং পরম সত্যকে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

এখানে জন্ম-মৃত্যুর চক্র আলংকারিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। ভগবদ্গীতায় (৭/৫) সেই সম্বন্ধে বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

অপরেয়মিতঙ্কন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥

সমগ্র জগৎ ক্রিয়াশীল, কারণ ভগবানের বিভিন্ন অংশ জীব জড় শক্তিকে উপভোগ করছে। জড়া প্রকৃতির বন্ধনে জীবাত্মা ভগবানের নির্দেশনায় জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হচ্ছে। তার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছেন পরমাত্মা। ভগবদ্গীতায় (১৮/৬১) বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্তারূঢ়ানি মায়য়া ॥

“হে অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবকে দেহরূপ যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করান।” বদ্ধ জীবের জড় দেহ তার কর্মের পরিণাম, এবং যেহেতু

পরমাত্মা তার আশ্রয়, তাই পরমাত্মাই হচ্ছেন বাস্তব সত্য। অতএব সেই পরম বাস্তব সত্য, যিনি সব কিছুর কেন্দ্র, এবং তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করা আমাদের সকলেরই কর্তব্য। জড়-জাগতিক কার্যকলাপের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে সেই কেন্দ্রবিন্দু পরম সত্যকে ভুলে যাওয়া কখনই উচিত নয়। ব্রহ্মা এখানে সেই উপদেশ দিয়েছেন।

শ্লোক ২৯

য একবর্ণং তমসঃ পরং ত-

দলোকমব্যক্তমনন্তপারম্ ।

আসাঞ্চকারোপসুপর্ণমেন-

মুপাসতে যোগরথেন ধীরাঃ ॥ ২৯ ॥

যঃ—পরমেশ্বর ভগবান; এক-বর্ণম্—পরম, যিনি শুদ্ধ সত্ত্বগুণে অবস্থিত; তমসঃ—জড় জগতের অন্ধকার; পরম্—তুরীয়; তৎ—তা; অলোকম্—অদৃশ্য; অব্যক্তম্—অব্যক্ত; অনন্ত-পারম্—অসীম, জড়া প্রকৃতির কাল এবং স্থানের সীমার অতীত; আসাম্ চকার—অবস্থিত; উপসুপর্ণম্—গরুড়ের পিঠে; এনম্—তাঁকে; উপাসতে—আরাধনা করে; যোগ-রথেন—যোগরূপ উপায়ের দ্বারা; ধীরাঃ—ধীর ব্যক্তিগণ, যাঁরা জড়া প্রকৃতির বিক্ষোভের দ্বারা বিচলিত হন না।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শুদ্ধ সত্ত্বগুণে অবস্থিত, এবং তাই তিনি একবর্ণ—ওঁকার (প্রণব)। যেহেতু তিনি তমসাচ্ছন্ন জড়া প্রকৃতির অতীত, তাই তিনি জড় চক্ষুতে অদৃশ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও কাল বা স্থানের দ্বারা তিনি আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন নন, তিনি সর্বত্রই বিরাজমান। যাঁরা জড়া প্রকৃতির ক্ষোভ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁরা যোগরূপ উপায়ের দ্বারা সেই গরুড়াসীন ভগবানের আরাধনা করেন। আমরা সকলে তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশাসিতম্ (শ্রীমদ্ভাগবত ৪/৩/২৩)। এই জড় জগতে সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিনটি গুণ রয়েছে। তাদের মধ্যে সত্ত্বগুণ হচ্ছে জ্ঞানের

স্তর, রজোগুণ জ্ঞান এবং অজ্ঞানের মিশ্রণ, কিন্তু তমোগুণ পূর্ণরূপে অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাই ভগবান তম এবং রজোগুণের অতীত। যেই স্তরে সত্ত্বগুণ বা জ্ঞান রজ এবং তমোগুণের দ্বারা বিচলিত হয় না, তিনি সেই স্তরে অবস্থিত। তাকে বলা হয় বসুদেব স্তর। এই বসুদেব স্তরে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। তাই শ্রীকৃষ্ণ এই লোকে বসুদেবের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন। যেহেতু ভগবান জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণের অতীত, তাই যারা এই তিন গুণের দ্বারা প্রভাবিত, তারা তাঁকে দর্শন করতে পারে না। তাই মানুষের অবশ্য কর্তব্য ধীর হওয়া, অর্থাৎ জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা বিচলিত না হওয়া। যোগের পন্থা তাঁরই অনুশীলন করতে পারেন, যাঁরা জড়া প্রকৃতির এই গুণের দ্বারা বিচলিত নন। তাই যোগের সংজ্ঞা হচ্ছে—
 যোগ ইন্দ্রিয়সংযমঃ। পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিক্ষুব্ধ। অধিকন্তু আমরা জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণের দ্বারা বিচলিত, যা ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি আমাদের উপর আরোপ করেছে। বদ্ধ জীবনে জীব জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হয়, কিন্তু কেউ যখন বিশুদ্ধ সত্ত্বের চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি গরুড়াসীন ভগবানকে দর্শন করতে পারেন। ব্রহ্মা সেই পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছেন।

শ্লোক ৩০

ন যস্য কশ্চাতিততি মায়াং

যয়া জনো মুহ্যতি বেদ নার্থম্ ।

তং নির্জিতাত্মাত্মগুণং পরেশং

নমাম ভূতেষু সমং চরন্তম্ ॥ ৩০ ॥

ন—না; যস্য—যাঁর (ভগবানের); কশ্চ—কেউই; অতিততি—অতিক্রম করতে সক্ষম; মায়াং—মায়া; যয়া—যার দ্বারা (মায়ার দ্বারা); জনঃ—জনসাধারণ; মুহ্যতি—মোহিত হয়; বেদ—বুঝতে পারে; ন—না; নার্থম্—জীবনের লক্ষ্য; তম্—তাঁকে (ভগবানকে); নির্জিত—সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করে; আত্মা—জীব; আত্ম-গুণম্—এবং তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি; পর-ঈশম্—তুরীয় স্তরে অবস্থিত ভগবানকে; নমাম—আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; ভূতেষু—সমস্ত জীবদের; সমম্—সমদর্শী; চরন্তম্—তাদের নিয়ন্ত্রণ করে বা শাসন করে।

অনুবাদ

ভগবানের মায়াকে কেউই অতিক্রম করতে পারে না, এবং তা এত প্রবল যে, সকলকে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য বুঝতে না দিয়ে মোহিত করে। সেই মায়া কিন্তু ভগবানের বশীভূত, যিনি সকলকে শাসন করেন এবং সকলের প্রতি সমদর্শী। সেই ভগবানকে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সমস্ত জীবকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি এতই প্রবল যে, তাঁর প্রভাবে জীব তাদের জীবনের লক্ষ্য বিস্মৃত হয়। ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং— জীব ভুলে গেছে যে, তার জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি যেন সমস্ত বদ্ধ জীবদের এই জড় জগতে সুখী হওয়ার সুযোগ প্রদান করছে, কিন্তু সেটি মায়া, অর্থাৎ এটি একটি স্বপ্ন যা কোনদিনও সার্থক হবে না। এইভাবে প্রতিটি বদ্ধ জীব ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা বিমোহিত। সেই মায়া শক্তি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণরূপে সেই চিন্ময় পুরুষের নিয়ন্ত্রণাধীন, যাঁকে এই শ্লোকে পরেশম্ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান এই জড় সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নন, তিনি জড় জগতের অতীত। তাই তিনি কেবল তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা বদ্ধ জীবদের নিয়ন্ত্রণই করেন না, তিনি মায়াকেও নিয়ন্ত্রণ করেন। ভগবদ্গীতায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মায়া অত্যন্ত প্রবল এবং তার নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। সেই মায়া ভগবানের শক্তি এবং ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। জীব কিন্তু সেই মায়ার দ্বারা বশীভূত হয়ে ভগবানকে ভুলে গেছে।

শ্লোক ৩১

ইমে বয়ং যৎপ্রিয়ম্বেব তন্ম্বা

সত্ত্বেন সৃষ্টা বহিরন্তরাবিঃ ।

গতিং ন সৃঙ্খামৃষয়শ্চ বিদ্বাহে

কুতোহসুরাদ্যা ইতরপ্রধানাঃ ॥ ৩১ ॥

ইমে—এই সমস্ত; বয়ম্—আমরা (দেবতারা); যৎ—যাঁকে; প্রিয়ম্—অত্যন্ত প্রিয় বলে মনে হয়; এব—নিশ্চিতভাবে; তন্ম্বা—জড় দেহ; সত্ত্বেন—সত্ত্বগুণের দ্বারা;

সৃষ্টাঃ—সৃষ্ট; বহিঃ-অন্তঃ-আবিঃ—যদিও বাইরে এবং অন্তরে পূর্ণরূপে অবগত;
 গতিম্—লক্ষ্য; ন—না; সূক্ষ্মাম্—অত্যন্ত সূক্ষ্ম; ঋষয়ঃ—মহর্ষিগণ; চ—ও;
 বিদ্বাহে—জানতে পারে; কুতঃ—কিভাবে; অসুর-আদ্যাঃ—অসুর এবং নাস্তিকেরা;
 ইতর—নগণ্য ব্যক্তির; প্রধানাঃ—যদিও তারা তাদের সমাজের নেতা।

অনুবাদ

আমাদের দেহ যেহেতু সত্ত্বগুণ দ্বারা নির্মিত, তাই আমরা দেবতারা অন্তরে এবং বাইরে সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন। মহান ঋষিরাও এইভাবে সত্ত্বগুণে অবস্থিত। সুতরাং, আমরা যদি ভগবানকে না জানতে পারি, তা হলে রজ এবং তমোগুণাচ্ছন্ন ইতর শরীর-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আর কি কথা? তারা কিভাবে ভগবানকে জানতে পারবে? সেই ভগবানকে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ভগবান যদিও সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান, তবুও নাস্তিক এবং অসুরেরা তাঁকে জানতে পারে না। তাদের কাছে ভগবান চরমে মৃত্যুরূপে আবির্ভূত হন, যে কথা ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে (মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্)। নাস্তিকেরা মনে করে যে তারা স্বতন্ত্র, তাই তারা ভগবানের পরমেশ্বরত্বের পরোয়া করে না, কিন্তু চরমে মৃত্যুরূপে ভগবান তাদের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব আরোপ করে তাদের পরাভূত করেন। মৃত্যুর সময় ভগবানের প্রাধান্য অস্বীকার করার তথাকথিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং দার্শনিক জল্পনা-কল্পনা কার্যকরী হয় না। যেমন হিরণ্যকশিপু ছিল নাস্তিকদের মহান নায়ক। সে সর্বদাই ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করত এবং তার ফলে সে তার শিশুপুত্রের প্রতিও বৈরীভাবাপন্ন হয়েছিল। সকলেই হিরণ্যকশিপুর নাস্তিকতার ভয়ে ভীত ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবান যখন তাকে বধ করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন হিরণ্যকশিপুর নাস্তিক মতবাদ তাকে রক্ষা করতে পারেনি। ভগবান নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে সংহার করে তার সমস্ত শক্তি, প্রভাব এবং দস্ত হরণ করে নিয়েছিলেন। নাস্তিকেরা কিন্তু কখনই বুঝতে পারে না যে, তাদের সৃষ্ট সমস্ত বস্তু কিভাবে বিনষ্ট হয়ে যায়। পরমাত্মা তাদের হৃদয়ে রয়েছে, তবুও রজ এবং তমোগুণের প্রভাবের ফলে তারা ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। এমন কি তাঁর ভক্ত দেবতারাও, যাঁরা তুরীয় স্তরে বা সত্ত্বগুণে অবস্থিত, তাঁরাও পূর্ণরূপে ভগবানের গুণ এবং স্থিতি অবগত হতে পারেন না। তা হলে

অসুর এবং নাস্তিকেরা কিভাবে ভগবানকে জানতে পারে? তা কখনই সম্ভব নয়। তাই, সেই উপলব্ধি লাভ করার জন্য ব্রহ্মা আদি দেবতারা ভগবানের উদ্দেশ্যে তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৩২

পাদৌ মহীয়ং স্বকৃতৈব যস্য

চতুর্বিধো যত্র হি ভূতসর্গঃ ।

স বৈ মহাপুরুষ আত্মতত্ত্বঃ

প্রসীদতাং ব্রহ্ম মহাবিভূতিঃ ॥ ৩২ ॥

পাদৌ—তাঁর শ্রীপাদপদ্ম; মহী—পৃথিবী; ইয়ম্—এই; স্বকৃত—তাঁর সৃষ্টি; এব—বস্তুতপক্ষে; যস্য—যাঁর; চতুর্বিধঃ—চার প্রকার জীব; যত্র—যেখানে; হি—বস্তুতপক্ষে; ভূত-সর্গঃ—জড় সৃষ্টি; সঃ—তিনি; বৈ—বস্তুতপক্ষে; মহা-পুরুষঃ—পরম পুরুষ; আত্ম-তত্ত্বঃ—স্বতত্ত্ব; প্রসীদতাম্—তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হন; ব্রহ্ম—মহত্তম; মহা-বিভূতিঃ—অসীম শক্তি সমন্বিত।

অনুবাদ

এই পৃথিবীতে চার প্রকার জীব রয়েছে, এবং তারা সকলেই তাঁর দ্বারা সৃষ্টি। জড় সৃষ্টি তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রিত। তিনি সমগ্র ঐশ্বর্য এবং শক্তিতে পূর্ণ পরম পুরুষ। তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন।

তাৎপর্য

মহী শব্দটি মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ—এই পঞ্চ-মহাভূতকে ইঙ্গিত করে, যা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রিত। মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ। মহত্তত্ত্ব ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রিত, কারণ জড় সৃষ্টি ভগবানের একটি ঐশ্বর্য মাত্র। এই জড় সৃষ্টিতে চার প্রকার প্রাণী রয়েছে—জরায়ুজ, অণুজ, শ্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ। সব কিছুই উৎপত্তি হয়েছে ভগবান থেকে। সেই কথা প্রতিপন্ন করে বেদান্ত-সূত্রে বলা হয়েছে, জন্মাদ্যস্য যতঃ। কেউই স্বতন্ত্র নয়, কিন্তু পরম আত্মা সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। জন্মাদ্যস্য যতোহন্যাদিতরতশ্চার্থেযুভিজ্জঃ স্বরাট্। স্বরাট্ শব্দটির অর্থ ‘স্বাধীন’। আমরা অধীন, কিন্তু ভগবান সর্বতোভাবে স্বাধীন। তাই

ভগবান হচ্ছেন মহত্তম। এমন কি এই জড় জগতের সৃষ্টি ব্রহ্মা পর্যন্ত ভগবানের একটি ঐশ্বর্য মাত্র। জড় সৃষ্টি ভগবানের দ্বারা সক্রিয় হয়, এবং তাই ভগবান এই জড় সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নন। ভগবান তাঁর আদি চিন্ময় স্থিতিতে বিরাজ করেন। ভগবানের বিশ্বরূপ বা বৈরাঙ্গমূর্তি তাঁর আর একটি প্রকাশ।

শ্লোক ৩৩

অন্তস্ত যদ্রেত উদারবীর্যং

সিধ্যন্তি জীবন্ত্যত বর্ধমানাঃ ।

লোকা যতোহথাখিললোকপালাঃ

প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্তঃ—এই লোকের অথবা অন্য লোকের জলরাশি; তু—কিন্তু; যৎ-রেতঃ—তাঁর বীর্য; উদার-বীর্যম্—অত্যন্ত শক্তিশালী; সিধ্যন্তি—উৎপন্ন হয়; জীবন্তি—জীবিত থাকে; উত—বস্তুতপক্ষে; বর্ধমানাঃ—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; লোকাঃ—ত্রিলোক; যতঃ—যাঁর থেকে; অথ—ও; অখিল-লোক-পালাঃ—ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত দেবতারা; প্রসীদতাম্—প্রসন্ন হোন; নঃ—আমাদের প্রতি; সঃ—তিনি; মহা-বিভূতিঃ—অসীম শক্তি সমন্বিত পুরুষ।

অনুবাদ

সমগ্র জড় জগৎ যে জল থেকে উৎপন্ন হয়েছে, সেই জলেরই কারণে জীবসমূহ জীবিত থাকে এবং বৃদ্ধি পায়। সেই জল ভগবানের বীর্যস্বরূপ। সেই মহা বিভূতি-সম্পন্ন ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন।

তাৎপর্য

তথাকথিত বৈজ্ঞানিকদের সমস্ত মতবাদ সত্ত্বেও এই লোকে এবং অন্যান্য লোকে যে বিশাল জলরাশি রয়েছে, তা হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের মিশ্রণের ফলে উৎপন্ন হয়নি। পক্ষান্তরে, সেই জলকে কখনও কখনও ভগবানের দেহনির্গত স্বেদ অথবা বীর্য বলে বর্ণনা করা হয়। এই জল থেকেই সমস্ত জীবের উদ্ভব হয়েছে, এবং এই জলেরই জন্য তারা জীবিত থাকে এবং বর্ধিত হয়। যদি জল না থাকত, তা হলে জীবনেরও অস্তিত্ব থাকত না। সকলেরই জীবনের উৎস হচ্ছে জল। তাই, ভগবানের কৃপায় সারা পৃথিবীর সর্বত্র এত জল রয়েছে।

শ্লোক ৩৪

সোমং মনো যস্য সমামনন্তি

দিবৌকসাং যো বলমন্ধ আয়ুঃ ।

ঈশো নগানাং প্রজনঃ প্রজানাং

প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৩৪ ॥

সোমম্—চন্দ্র; মনঃ—মন; যস্য—যাঁর (ভগবানের); সমামনন্তি—তঁারা বলে;
 দিবৌকসাম্—দেবতাদের; যঃ—যাঁরা; বলম্—বল; অন্ধঃ—অন্ধ; আয়ুঃ—আয়ু;
 ঈশঃ—ভগবান; নগানাম্—বৃক্ষের; প্রজনঃ—প্রজননের উৎস; প্রজানাম্—সমস্ত
 জীবদের; প্রসীদতাম্—তিনি প্রসন্ন হোন; নঃ—আমাদের প্রতি; সঃ—সেই ভগবান;
 মহা-বিভূতিঃ—সমস্ত ঐশ্বর্যের উৎস।

অনুবাদ

সোম বা চন্দ্র হচ্ছেন দেবতাদের অন্ধ, বল এবং আয়ুর উৎস। তিনি সমস্ত
 বনস্পতির ঈশ্বর এবং সমস্ত জীবের উৎপত্তির উৎস। পণ্ডিতেরা সেই সোমকে
 ভগবানের মন বলেন। সমগ্র ঐশ্বর্যের উৎস সেই ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন
 হোন।

তাৎপর্য

চন্দ্রলোকের অধিষ্ঠাতা সোম সমস্ত অগ্নির উৎস এবং তাই তিনি দেবতাদেরও বলের
 উৎস। তিনি সমস্ত বনস্পতির জীবনীশক্তি। দুর্ভাগ্যবশত, যারা চন্দ্র সম্বন্ধে
 পূর্ণরূপে অবগত নয়, আধুনিক যুগের তথাকথিত সেই সমস্ত বৈজ্ঞানিকেরা বলে
 যে, চন্দ্রলোক মরুভূমিতে পূর্ণ। চন্দ্র যদি বনস্পতির উৎস হয়, তা হলে চন্দ্রলোক
 মরুভূমি হয় কি করে? চন্দ্রকিরণ সমস্ত বনস্পতির জীবনীশক্তি, এবং তাই
 বৈজ্ঞানিকেরা যখন চন্দ্রলোককে একটি মরুভূমি বলে বর্ণনা করে, তখন তা আমরা
 স্বীকার করতে পারি না।

শ্লোক ৩৫

অগ্নির্মুখং যস্য তু জাতবেদা

জাতঃ ক্রিয়াকাণ্ডনিমিত্তজন্মা ।

অন্তঃসমুদ্রেহনুপচন্ স্বধাতৃন্

প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৩৫ ॥

অগ্নিঃ—অগ্নি; মুখম্—ভগবানের মুখস্বরূপ, যার মাধ্যমে তিনি আহার করেন; যস্য—যাঁর; তু—কিন্তু; জাত-বেদাঃ—সম্পদ অথবা জীবনের সমস্ত আবশ্যকতাগুলির উৎপাদনকারী; জাতঃ—উৎপন্ন করেছেন; ক্রিয়া-কাণ্ড—ক্রিয়াকাণ্ড; নিমিত্ত—জন্য; জন্মা—যে জন্য উৎপন্ন; অন্তঃ-সমুদ্রে—সমুদ্রের গভীরে; অনুপচন্—সর্বদা হজম করে; স্ব-ধাতুন্—সমস্ত উপাদান; প্রসীদতাম্—প্রসন্ন হোন; নঃ—আমাদের প্রতি; সঃ—তিনি; মহা-বিভূতিঃ—পরম শক্তিমান।

অনুবাদ

যজ্ঞের আহুতি গ্রহণ করার জন্য যার জন্ম হয়েছে, সেই অগ্নি ভগবানের মুখস্বরূপ। সম্পদ উৎপাদন করার জন্য সেই অগ্নি সমুদ্রের গভীরে বিরাজ করে, এবং উদরে বিরাজ তা অন্ন পাক করে এবং দেহের সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন প্রকার স্রাব উৎপাদন করে। সেই পরম শক্তিমান ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন।

শ্লোক ৩৬

যচ্চক্ষুরাসীৎ তরনির্দেবযানং

ত্রয়ীময়ো ব্রহ্মণ এষ ধিক্ষ্যম্ ।

দ্বারং চ মুক্তেরমৃতং চ মৃত্যুঃ

প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৩৬ ॥

যৎ—যা; চক্ষুঃ—চক্ষু; আসীৎ—হয়েছিল; তরনিঃ—সূর্যদেব; দেব-যানম্—দেবতাদের মুক্তির মার্গের অধিষ্ঠাতা; ত্রয়ী-ময়ঃ—কর্মকাণ্ডরূপ বৈদিক জ্ঞানের পথপ্রদর্শনের জন্য; ব্রহ্মণঃ—পরম ব্রহ্মের; এষঃ—এই; ধিক্ষ্যম্—উপলব্ধির স্থান; দ্বারম্ চ—এবং দ্বার; মুক্তেঃ—মুক্তির জন্য; অমৃতম্—নিত্য জীবনের পন্থা; চ—ও; মৃত্যুঃ—মৃত্যুর কারণ; প্রসীদতাম্—তিনি প্রসন্ন হোন; নঃ—আমাদের প্রতি; সঃ—সেই পরমেশ্বর ভগবান; মহা-বিভূতিঃ—সর্ব-শক্তিমান।

অনুবাদ

সূর্যদেব অর্চিরাদি-বর্ষ নামক মুক্তির মার্গের দেবতা। তিনি বৈদিক জ্ঞান উপলব্ধির প্রধান উৎস। তিনি ব্রহ্মের উপাসনার স্থান। তিনি মুক্তির দ্বার, অমৃতের উৎস

এবং মৃত্যুর কারণ। সেই সূর্যদেব যাঁর চক্ষু, সেই পরম ঐশ্বর্য সমন্বিত ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন।

তাৎপর্য

সূর্যদেবকে সমস্ত দেবতাদের মধ্যে প্রধান বলে মনে করা হয়। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের উত্তরভাগের পর্যবেক্ষণকারী দেবতা। তিনি বেদ হৃদয়ঙ্গমে সাহায্য করেন। যে কথা ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৫২) প্রতিপন্ন হয়েছে—

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং

রাজা সমস্তসুরমূর্তিরশেষতেজাঃ ।

যস্যাজ্জয়া ভ্রমতি সংভূতকালচক্রে

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

“অসীম তেজ সমন্বিত সূর্যদেব সমস্ত গ্রহ এবং দেবতাদের রাজা। সেই সূর্যদেব যাঁর চক্ষু সদৃশ, এবং যাঁর আজ্জায় কালচক্রে আরোহণ করে সূর্যদেব পরিভ্রমণ করেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।” সূর্য প্রকৃতপক্ষে ভগবানের চক্ষু। বৈদিক মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, ভগবান যদি দর্শন না করেন, তা হলে কেউ দর্শন করতে পারে না। যদি সূর্যকিরণ না থাকত, তা হলে কোন গ্রহের কোন জীবই দর্শন করতে পারত না। তাই সূর্যকে ভগবানের চক্ষু বলে মনে করা হয়। সেই কথা এখানে যচ্চক্ষুরাসীং এবং ব্রহ্মসংহিতায় যচ্চক্ষুরেষ সবিতা শব্দের মাধ্যমে প্রতিপন্ন হয়েছে। সবিতা শব্দের অর্থ সূর্যদেব।

শ্লোক ৩৭

প্রাণাদভূদ্ যস্য চরাচরাণাং

প্রাণঃ সহো বলমোজশ্চ বায়ুঃ ।

অস্বাস্ম সস্রাজমিবানুগা বয়ং

প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৩৭ ॥

প্রাণাং—প্রাণ থেকে; অভূৎ—উৎপন্ন হয়েছে; যস্য—যাঁর; চর-অচরাণাম্—সমস্ত স্থাবর এবং জঙ্গম জীবের; প্রাণঃ—প্রাণ; সহঃ—জীবনের মূলতত্ত্ব; বলম্—শক্তি; ওজঃ—জীবনীশক্তি; চ—এবং; বায়ুঃ—বায়ু; অস্বাস্ম—অনুসরণ করে; সস্রাজম্—সম্রাট; ইব—সদৃশ; অনুগাঃ—অনুগামীগণ; বয়ম্—আমরা সকলে; প্রসীদতাম্—প্রসন্ন হোন; নঃ—আমাদের প্রতি; সঃ—তিনি; মহা-বিভূতিঃ—পরম শক্তিশালী।

অনুবাদ

স্থাবর এবং জঙ্গম সমস্ত জীব বায়ু থেকে তাদের তেজ, বল, ওজ এবং প্রাণ প্রাপ্ত হয়। ভূতেরা যেমন সম্রাটের অনুসরণ করে, আমরাও তেমন আমাদের প্রাণ ধারণের জন্য বায়ুর অনুসরণ করি। সেই বায়ু যে ভগবানের প্রাণ থেকে উৎপন্ন হয়েছে, সেই পরমেশ্বর ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন।

শ্লোক ৩৮

শ্রোত্রাদ্ দিশো যস্য হৃদশ্চ খানি

প্রজজ্ঞিরে খং পুরুষস্য নাভ্যাঃ ।

প্রাণেন্দ্রিয়াত্মাসুশরীরকেতঃ

প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৩৮ ॥

শ্রোত্রাৎ—কর্ণ থেকে; দিশঃ—বিভিন্ন দিক; যস্য—যাঁর; হৃদঃ—হৃদয় থেকে; চ—ও; খানি—দেহের ছিদ্র; প্রজজ্ঞিরে—উৎপন্ন হয়েছে; খম্—আকাশ; পুরুষস্য—পরম পুরুষের; নাভ্যাঃ—নাভি থেকে; প্রাণ—প্রাণ; ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়; আত্মা—মন; অসু—জীবনীশক্তি; শরীর—এবং শরীর; কেতঃ—আশ্রয়; প্রসীদতাম্—প্রসন্ন হোন; নঃ—আমাদের প্রতি; সঃ—তিনি; মহা-বিভূতিঃ—পরম শক্তিমান।

অনুবাদ

পরম শক্তিমান ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন, যাঁর কর্ণ থেকে দিকসমূহ, হৃদয় থেকে দেহগত ছিদ্র, এবং নাভিমণ্ডল থেকে প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, বায়ু ও শরীরের আশ্রয় আকাশ উৎপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ৩৯

বলান্মহেন্দ্রেন্দ্রিদশাঃ প্রসাদা-

ন্মন্যোগিরীশো ধিষণাদ্ বিরিঞ্চঃ ।

খেভ্যস্তু ছন্দাংস্যময়ো মেদ্রতঃ কঃ

প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৩৯ ॥

বলাৎ—তঁার তেজ থেকে; মহা-ইন্দ্রঃ—দেবরাজ ইন্দ্র সম্ভব হয়েছেন; ত্রি-দশাঃ—এবং দেবতারা; প্রসাদাৎ—প্রসন্নতার ফলে; মন্যোঃ—ক্রোধের দ্বারা; গিরি-ঈশঃ—শিব; ধিষণাৎ—বুদ্ধি থেকে; বিরিঞ্চঃ—ব্রহ্মা; খেভ্যঃ—দেহের রক্ত থেকে; তু—এবং; ছন্দাংসি—বৈদিক মন্ত্র; ঋষয়ঃ—মহর্ষিগণ; মেদ্ভুতঃ—জনেন্দ্রিয় থেকে; কঃ—প্রজাপতিগণ; প্রসীদতাম্—প্রসন্ন হোন; নঃ—আমাদের প্রতি; সঃ—তিনি; মহা-বিভূতিঃ—অসাধারণ শক্তি সমন্বিত ভগবান।

অনুবাদ

যাঁর তেজ থেকে দেবরাজ ইন্দ্র, প্রসন্নতা থেকে দেবতাগণ, ক্রোধ থেকে শিব, বুদ্ধি থেকে ব্রহ্মা, দেহের ছিদ্র থেকে বেদসমূহ, মেদ্ভু থেকে মহর্ষি এবং প্রজাপতিগণ উৎপন্ন হয়েছেন, সেই মহাবিভূতি ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন।

শ্লোক ৪০

শ্রীর্বক্ষসঃ পিতরশ্ছায়য়াসন্

ধর্মঃ স্তনাদিতরঃ পৃষ্ঠতোহভূৎ ।

দ্যৌর্যস্য শীর্ষেগহস্রসো বিহারাৎ

প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রীঃ—লক্ষ্মীদেবী; বক্ষসঃ—বক্ষ থেকে; পিতরঃ—পিতৃগণ; ছায়য়া—ছায়া থেকে; আসন্—উৎপন্ন হয়েছে; ধর্মঃ—ধর্ম; স্তনাৎ—স্তন থেকে; ইতরঃ—অধর্ম; পৃষ্ঠতঃ—পিঠ থেকে; অভূৎ—উৎপন্ন হয়েছে; দ্যৌঃ—স্বর্গলোক; যস্য—যাঁর; শীর্ষঃ—মস্তক থেকে; অস্রসঃ—অঙ্গরাগণ; বিহারাৎ—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ থেকে; প্রসীদতাম্—প্রসন্ন হোন; নঃ—আমাদের প্রতি; সঃ—তিনি (ভগবান); মহা-বিভূতিঃ—পরম শক্তিশালী।

অনুবাদ

যাঁর বক্ষ থেকে লক্ষ্মীদেবী, ছায়া থেকে পিতৃগণ, স্তন থেকে ধর্ম, পৃষ্ঠদেশ থেকে অধর্ম, মস্তক থেকে স্বর্গ এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ থেকে অঙ্গরাগণ উৎপন্ন হয়েছে, সেই পরম শক্তিমান ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন।

শ্লোক ৪১

বিপ্রো মুখাদ ব্রহ্ম চ যস্য গুহ্যং

রাজন্য আসীদ ভুজয়োর্বলং চ ।

উর্বোর্বিড়োজোহস্ত্রিরবেদশূদ্রৌ

প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৪১ ॥

বিপ্রঃ—ব্রাহ্মণগণ; মুখাৎ—মুখ থেকে; ব্রহ্ম—বৈদিক শাস্ত্র; চ—ও; যস্য—যাঁর; গুহ্যম্—গুহ্য জ্ঞান থেকে; রাজন্যঃ—ক্ষত্রিয়গণ; আসীৎ—উৎপন্ন হয়েছে; ভুজয়োঃ—তাঁর বাহু থেকে; বলম্ চ—শরীরের বল; উর্বোঃ—উরু থেকে; বিট্—বৈশ্যগণ; ওজঃ—এবং তাদের উৎপাদনের দক্ষতা; অস্ত্রিঃ—তাঁর পা থেকে; অবেদ—যাঁরা বৈদিক জ্ঞানের অতীত; শূদ্রৌ—শূদ্রগণ; প্রসীদতাম্—প্রসন্ন হোন; নঃ—আমাদের প্রতি; সঃ—তিনি; মহা-বিভূতিঃ—পরম শক্তিমান ভগবান।

অনুবাদ

যাঁর মুখ থেকে ব্রাহ্মণ এবং বৈদিক জ্ঞান, বাহু থেকে ক্ষত্রিয় এবং দেহের বল, উরু থেকে বৈশ্য এবং তাদের উৎপাদন ক্ষমতা ও ধন, এবং চরণ থেকে বৈদিক জ্ঞানের বহির্ভূত শূদ্রগণ উৎপন্ন হয়েছে, সেই মহা-শক্তিশালী ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন।

শ্লোক ৪২

লোভোহধরাৎ প্রীতিরূপর্যভূদ্ দ্যুতি-

নস্তঃ পশব্যঃ স্পর্শেন কামঃ ।

ক্রবোৰ্যমঃ পশ্চভবন্ত কালঃ

প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৪২ ॥

লোভঃ—লোভ; অধরাৎ—অধরোষ্ঠ থেকে; প্রীতিঃ—প্রীতি; উপরি—উত্তরোষ্ঠ থেকে; অভূৎ—উৎপন্ন হয়েছে; দ্যুতিঃ—অঙ্গকান্তি; নস্তঃ—নাসিকা থেকে; পশব্যঃ—পাশবিক; স্পর্শেন—স্পর্শের দ্বারা; কামঃ—কাম; ক্রবোঃ—ক্রা থেকে; যমঃ—যমরাজ উৎপন্ন হয়েছেন; পশ্চভবঃ—অক্ষিপশ্চ থেকে; তু—কিন্তু; কালঃ—নিত্যকাল, যা মৃত্যুরূপে সংহার করে; প্রসীদতাম্—প্রসন্ন হোন; নঃ—আমাদের প্রতি; সঃ—তিনি; মহা-বিভূতিঃ—পরম শক্তিশালী ভগবান।

অনুবাদ

তাঁর অধরোষ্ঠ থেকে লোভ, উপরের ওষ্ঠ থেকে প্রীতি, নাসিকা থেকে দেহের কান্তি, স্পর্শেন্দ্রিয় থেকে পাশবিক কাম, জ্ঞান থেকে যমরাজ এবং অক্ষিপশ্চ থেকে কাল উৎপন্ন হয়েছে, সেই মহাবিভূতি ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন।

শ্লোক ৪৩

দ্রব্যং বয়ঃ কর্ম গুণান্ বিশেষং

যদযোগমায়াবিহিতান্ বদন্তি ।

যদ্ দুর্বিভাব্যং প্রবুধাপবোধং

প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৪৩ ॥

দ্রব্যম্—পঞ্চমহাভূত; বয়ঃ—কাল; কর্ম—কর্ম; গুণান্—প্রকৃতির তিন গুণ; বিশেষম্—ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের সমন্বয় থেকে উদ্ভূত বিবিধ বৈচিত্র্য; যৎ—যা; যোগ-মায়া—ভগবানের সৃজনী শক্তি থেকে; বিহিতান্—সম্পন্ন হয়েছে; বদন্তি—বিজ্ঞ ব্যক্তির বাক্যে; যৎ দুর্বিভাব্যম্—যা বোঝা অত্যন্ত কঠিন; প্রবুধ-অপবোধম্—জ্ঞানীগণ যা বর্ণন করেছেন; প্রসীদতাম্—প্রসন্ন হোন; নঃ—আমাদের প্রতি; সঃ—তিনি; মহা-বিভূতিঃ—সব কিছুর নিয়ন্তা।

অনুবাদ

মহা বুদ্ধগণেরও অগ্রাহ্য; পঞ্চভূত, কাল, কর্ম, প্রকৃতির গুণ এবং অত্যন্ত দুর্বোধ্য এই জড় জগতের বৈচিত্র্য যাঁর যোগমায়া দ্বারা রচিত বলে পণ্ডিতগণ বর্ণনা করেন, সেই পরম নিয়ন্তা ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে দুর্বিভাব্যম্ শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভগবানের আয়োজনে তাঁর মায়ার প্রভাবে এই জড় জগতে সব কিছু যে কিভাবে সংঘটিত হচ্ছে তা কেউই বুঝতে পারে না। সেই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (৯/১০) বলা হয়েছে, ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্—সব কিছুই সম্পাদিত হচ্ছে ভগবানের অধ্যাক্ষতায়। এই পর্যন্ত আমরা জানতে পারি, কিন্তু কিভাবে যে সব কিছু ঘটছে তা বোঝা অত্যন্ত কঠিন। এমন কি আমাদের শরীরের ভিতরে সব কিছু যে কিভাবে এক অতি সুন্দর নিয়মে

সংঘটিত হচ্ছে তাও আমরা বুঝতে পারি না। এই শরীর একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড, এবং এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে সব কিছু যে কিভাবে ঘটছে তাই যখন আমরা বুঝতে পারি না, তখন বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে সব কিছু যে কিভাবে সম্পাদিত হচ্ছে তা বোঝা আমাদের পক্ষে কি করে সম্ভব? প্রকৃতপক্ষে এই ব্রহ্মাণ্ডকে বোঝা অত্যন্ত কঠিন, তবুও জ্ঞানবান ঋষিরা উপদেশ দিয়েছেন এবং শ্রীকৃষ্ণও উপদেশ দিয়েছেন যে, এই জড় জগৎ দুঃখালয়ম্ অশাস্ততম্; অর্থাৎ, এটি দুঃখভোগের একটি অনিত্য স্থান। এই জড় জগৎ ত্যাগ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়াই জীবের একমাত্র কর্তব্য। জড়বাদীরা তর্ক করতে পারে, “এই জড় জগৎ এবং তার সমস্ত কার্যকলাপ বোঝা যদি অসম্ভব হয়, তা হলে তা আমরা বর্জন করতে পারি কি করে?” তার উত্তরে বলা হয়েছে প্রবুধাপবোধম্। এই জড় জগৎকে বর্জন করা আমাদের কর্তব্য, কারণ বৈদিক জ্ঞানে বিবুধ পণ্ডিতেরা তা বর্জন করেছেন। আমরা যদিও এই জড় জগৎকে বুঝতে পারি না, তবুও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের উপদেশ অনুসারে, বিশেষ করে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে আমাদের তা বর্জন করতে প্রস্তুত হওয়া উচিত। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাস্ততম্ ।

নাপ্রবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাং ॥

“মহাত্মাগণ বা ভক্তিপরায়ণ যোগীগণ আমাকে লাভ করে আর এই দুঃখপূর্ণ নশ্বর সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, কেননা তাঁরা সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করেছেন।” (ভগবদ্গীতা ৮/১৫) ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া কর্তব্য, কারণ সেইটিই হচ্ছে জীবনের পরম সিদ্ধি। ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে এই জড় জগৎকে বর্জন করা। যদিও আমরা এই জড় জগতের কার্যকলাপ বুঝতে পারি না, যদিও আমরা বুঝতে পারি না তা আমাদের পক্ষে ভাল না মন্দ, তবুও পরমেশ্বর ভগবানের উপদেশ অনুসারে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য আমাদের তা বর্জন করা অবশ্য কর্তব্য।

শ্লোক ৪৪

নমোহস্ত তস্মা উপশান্তশক্তয়ে

স্বারাজ্যলাভপ্রতিপূরিতাত্মনে ।

গুণেষু মায়ারচিতেষু বৃত্তিভি-

র্ন সজ্জমানায় নভস্বদূতয়ে ॥ ৪৪ ॥

নমঃ—আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি; অস্ত্ৰ—হোক; তৈশ্ম—তঁাকে; উপশান্তশক্তয়ে—যিনি অন্য কিছু লাভ করার চেষ্টা করেন না, যিনি সমস্ত চঞ্চলতা থেকে মুক্ত; স্বারাজ্য—সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র; লাভ—সমস্ত লাভের; প্রতিপূরিত—পূর্ণরূপে প্রাপ্ত; আত্মনে—ভগবানকে; গুণেষু—তিন গুণের প্রভাবে গতিশীল জড়া প্রকৃতির; মায়া-রচিতেষু—মায়ার দ্বারা সৃষ্ট বস্তুর; বৃত্তিভিঃ—ইন্দ্রিয়ের এই প্রকার কার্যকলাপের দ্বারা; ন সজ্জমানায়—যিনি আসক্ত হন না, অথবা যিনি জড়া প্রকৃতির সুখ-দুঃখের অতীত; নভস্বৎ—বায়ু; উতয়ে—যিনি তাঁর লীলাবিলাসের জন্য এই জড় জগৎকে সৃষ্টি করেছেন, সেই ভগবানকে।

অনুবাদ

আমরা সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি পূর্ণরূপে শান্ত, সমস্ত প্রয়াস থেকে মুক্ত এবং সর্বতোভাবে সন্তুষ্ট। তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জড় জগতের কার্যকলাপের প্রতি আসক্ত নন। প্রকৃতপক্ষে তিনি এই জড় জগতে তাঁর লীলাবিলাস করার সময় বায়ুর মতো অনাসক্ত থাকেন।

তাৎপর্য

আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, জড়া প্রকৃতির কার্যকলাপের পিছনে রয়েছেন ভগবান। তঁাকে আমরা দর্শন করতে না পারলেও, তাঁর নির্দেশ অনুসারে সব কিছু সম্পাদিত হচ্ছে। তঁাকে দেখতে না পেলেও তঁাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করা উচিত। আমাদের জানা উচিত যে, তিনি পূর্ণ। সব কিছুই তাঁর শক্তির দ্বারা অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সম্পাদিত হচ্ছে (পরাস্য শক্তিবিবিধৈব শ্রয়তে), এবং তাই তাঁর করণীয় কিছুই নেই (ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে)। এখানে উপশান্তশক্তয়ে শব্দটির দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাঁর বিভিন্ন শক্তি ক্রিয়া করে, কিন্তু যদিও তিনি এই সমস্ত শক্তিকে কার্যকরী করেছেন, তবুও তাঁর করণীয় কিছু নেই। তিনি কোন কিছুর প্রতি আসক্ত নন, কারণ তিনি পরমেশ্বর ভগবান। তাই আমরা তঁাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ৪৫

স ত্বং নো দর্শয়াত্মানমস্মৎকরণগোচরম্ ।

প্রপন্নানাং দিদৃক্ষুণাং সস্মিতং তে মুখাম্বুজম্ ॥ ৪৫ ॥

সঃ—তিনি (ভগবান); ত্বম্—আপনি আমার প্রভু; নঃ—আমাদের; দর্শয়—প্রদর্শন করান; আত্মানম্—আপনার আদি রূপে; অস্মৎ-করণ-গোচরম্—আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, বিশেষ করে চক্ষুর দ্বারা দর্শনের যোগ্য; প্রপন্নানাম্—আমরা সকলে আপনার শরণাগত; দিদৃক্ষুণাম্—আপনাকে দর্শন করতে অভিলাষী; সন্মিতম্—হাস্যোজ্জ্বল; তে—আপনার; মুখ-অম্বুজম্—মুখপদ্ম।

অনুবাদ

হে ভগবান, আমরা আপনার শরণাগত, তবুও আপনাকে দর্শন করতে চাই। দয়া করে আপনি আপনার আদি রূপ এবং হাস্যোজ্জ্বল মুখপদ্ম আমাদের চক্ষুকে দর্শন করতে দিন এবং আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়কে উপলব্ধি করতে দিন।

তাৎপর্য

ভক্তেরা সর্বদাই ভগবানকে তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখপদ্ম সমন্বিত আদি রূপে দর্শন করতে চান। তাঁর নির্বিশেষ রূপের অভিজ্ঞতা লাভে তাঁরা আগ্রহী নন। ভগবানের সবিশেষ এবং নির্বিশেষ উভয় রূপই রয়েছে। নির্বিশেষবাদীদের ভগবানের সবিশেষ রূপ সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই, কিন্তু ব্রহ্মা এবং তাঁর পরম্পরার সদস্যরা ভগবানের সবিশেষ রূপ দর্শন করতে চান। সবিশেষ রূপ না হলে হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডলের কোন প্রশ্নই ওঠে না, যা এখানে স্পষ্টভাবে সন্মিতম্ তে মুখাম্বুজম্ শব্দগুলির দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে। ব্রহ্মার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বৈষ্ণবেরা সর্বদাই ভগবানের সবিশেষ রূপ দর্শন করতে চান। তারা ভগবানের সবিশেষ রূপ উপলব্ধি করার জন্য আগ্রহী—নির্বিশেষ রূপের নয়। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, অস্মৎকরণগোচরম্—ভগবানের সবিশেষ রূপ প্রত্যক্ষভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা যায়।

শ্লোক ৪৬

তৈস্তৈঃ স্বেচ্ছাভূতৈ রূপৈঃ কালে কালে স্বয়ং বিভো ।

কর্ম দুর্বিষহং যন্মো ভগবাংস্তুং কৰোতি হি ॥ ৪৬ ॥

তৈঃ—এই প্রকার আবির্ভাবের দ্বারা; তৈঃ—এই প্রকার অবতারের দ্বারা; স্ব-ইচ্ছা-ভূতৈঃ—আপনার ইচ্ছা অনুসারে প্রকট; রূপৈঃ—বাস্তব রূপের দ্বারা; কালে

কালে—বিভিন্ন যুগে; স্বয়ম্—স্বয়ং; বিভো—হে পরমেশ্বর; কর্ম—কর্ম; দুর্বিষহম্—অসাধারণ (অন্য কেউ সেই প্রকার কর্ম করতে অক্ষম); যৎ—যা; নঃ—আমাদের; ভগবান্—ভগবান; তৎ—তা; করোতি—সম্পন্ন করেন; হি—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনি আপনার ইচ্ছা অনুসারে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অবতারে প্রকট হন, এবং অসাধারণ কার্য সম্পাদন করেন যা আমাদের পক্ষে করা অসম্ভব।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/৭) ভগবান বলেছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।

অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

“হে ভারত, যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই।” অতএব, ভগবান যে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম, বুদ্ধ এবং অন্যান্য বহু রূপে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে বিভিন্ন যুগে অবতরণ করেন, সেটি কল্পনা নয়, তা বাস্তব সত্য। ভক্তেরা সর্বদাই ভগবানের অসংখ্য রূপ দর্শন করতে আগ্রহী। বলা হয়েছে যে, কেউ যেমন গণনা করতে পারে না সমুদ্রে কত তরঙ্গ রয়েছে, তেমনই ভগবানের রূপও কেউ গণনা করে শেষ করতে পারে না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, যে-কেউ নিজেকে ভগবানের স্বরূপ বলে ঘোষণা করতে পারে এবং তাকে অবতার বলে মনে করতে হবে। ভগবানের অবতারকে শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে স্বীকার করতে হয়। ব্রহ্মা ভগবানের অবতার বা সমস্ত অবতারের অবতারীকে দর্শন করতে আগ্রহী; তিনি কোন ভণ্ডকে দর্শন করতে আগ্রহী নন। ভগবানের অবতারকে চেনা যায় তাঁর কার্যকলাপের মাধ্যমে। শাস্ত্রে ভগবানের যে সমস্ত অবতারের বর্ণনা রয়েছে, তাঁরা সকলেই আশ্চর্যজনক কার্য সম্পাদন করেছেন (কেশব ধৃত-মীনশরীর জয় জগদীশ হবে)। ভগবান তাঁর ইচ্ছা অনুসারে আবির্ভূত হন এবং অপ্রকট হন, এবং ভাগ্যবান ভক্তেরাই কেবল তাঁকে প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করার প্রত্যাশা করতে পারে।

শ্লোক ৪৭

ক্লেশভূয়স্সারানি কৰ্মানি বিফলানি বা ।

দেহিনাং বিষয়াৰ্তানাং ন তথৈবার্পিতং ত্বয়ি ॥ ৪৭ ॥

ক্লেশ—ক্লেশ; ভূরি—অত্যন্ত; অস্স—অতি অস্স; সারানি—সুফল; কৰ্মানি—কার্যকলাপ; বিফলানি—নিরর্থক; বা—অথবা; দেহিনাম্—দেহধারী জীবদের; বিষয়-অৰ্তানাম্—যারা জড় জগৎকে ভোগ করতে অত্যন্ত আগ্রহী; ন—না; তথা—তেমন; এব—বস্তুতপক্ষে; অৰ্পিতম্—অর্পিত; ত্বয়ি—আপনাকে।

অনুবাদ

কর্মীরা সর্বদাই তাদের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য ধন সংগ্রহে আগ্রহী, কিন্তু সেই জন্য তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। এত কঠোর পরিশ্রম করা সত্ত্বেও তার ফল কিন্তু কখনও সন্তোষজনক হয় না। বস্তুতপক্ষে, কখনও কখনও তাদের কর্মের ফল কেবল নৈরাশ্যে পর্যবসিত হয়। কিন্তু ভগবানের সেবায় নিজেদের সর্বতোভাবে উৎসর্গ করেছেন, যে সমস্ত ভক্তেরা তাঁরা কঠোর পরিশ্রম না করেও যথেষ্ট ফল লাভ করতে পারেন। ভক্ত সর্বদাই তাঁর আশাশীত ফল লাভ করেন।

তাৎপর্য

আমরা দেখতে পাই যে, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে নিজেদের উৎসর্গ করেছে যে সমস্ত ভক্ত, তারা কঠোর পরিশ্রম না করেই ভগবানের সেবা করার প্রচুর সুযোগ পাচ্ছে। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শুরু হয়েছিল মাত্র চল্লিশ টাকা পুঁজি নিয়ে, কিন্তু আজ এই আন্দোলনের সম্পত্তি চল্লিশ কোটি টাকারও অধিক, এবং এই ঐশ্বর্যের বিকাশ হয়েছে কেবল আট-দশ বছরের মধ্যে। কোন কর্মী কখনও এত দ্রুতগতিতে তার ব্যবসা উন্নতি করার প্রত্যাশা করতে পারে না, এবং তা ছাড়া, কর্মী যা কিছু লাভ করে তা সবই অনিত্য এবং অধিকাংশ সময়ই নৈরাশ্যজনক। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে কিন্তু সব কিছুই অনুপ্রেরণাদায়ক এবং উন্নতিশীল। কর্মীদের কাছে এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন জনপ্রিয় নয়, কারণ এই আন্দোলন অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ আহার, দ্যুতক্রীড়া এবং নেশা বর্জন করার নির্দেশ দেয়। এই সমস্ত নিষেধগুলি কর্মীরা অত্যন্ত অপছন্দ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এত শত্রুর উপস্থিতিতেও, এই আন্দোলন নির্বিবাদে এগিয়ে চলেছে। ভক্তরা যদি তাঁদের মনপ্রাণ সর্বতোভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন করে এই আন্দোলন

প্রসার করতে থাকে, তা হলে কেউই এই আন্দোলনকে রুখতে পারবে না। অবাধে এই আন্দোলন বর্ধিত হতে থাকবে। আপনারা সকলেই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করুন!

শ্লোক ৪৮

নাবমঃ কৰ্মকল্লোহপি বিফলায়েশ্বরাপিতঃ ।

কল্পতে পুরুষস্যৈষ স হ্যাত্মা দয়িতো হিতঃ ॥ ৪৮ ॥

ন—না; অবমঃ—অতি অল্প, নগণ্য; কৰ্ম—কার্যকলাপ; কল্পঃ—যথাযথভাবে সম্পাদিত; অপি—ও; বিফলায়—ব্যর্থ হয়; ঈশ্বর-অপিতঃ—ভগবানকে নিবেদন করার ফলে; কল্পতে—মনে করা হয়; পুরুষস্য—সমস্ত ব্যক্তিদের; এব—বস্তুতপক্ষে; সঃ—পরমেশ্বর ভগবান; হি—নিশ্চিতভাবে; আত্মা—পরমাত্মা, পরম পিতা; দয়িতঃ—অত্যন্ত প্রিয়; হিতঃ—লাভজনক।

অনুবাদ

ভগবানে সমর্পিত কর্ম যদি অতি অল্প পরিমাণেও সম্পাদিত হয়, তবুও তা ব্যর্থ হয় না। পরমেশ্বর ভগবান যেহেতু সকলের পরম পিতা, তাই তিনি স্বাভাবিকভাবেই প্রিয় এবং সর্বদা জীবের কল্যাণ সাধনে তৎপর।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (২/৪০) ভগবান বলেছেন, স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ—এই ধর্ম বা ভগবদ্ভক্তি এতই মহত্বপূর্ণ যে, অল্প মাত্রায়ও কেউ যদি তা সম্পাদন করেন, তা হলে তিনি পরম ফল লাভ করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেখানে দেখা গেছে, অতি অল্প মাত্রায় ভগবানের সেবা সম্পাদন করে জীব মহাবিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছেন। যেমন অজামিল তার অন্তিম সময়ে, কেবল নারায়ণের নাম উচ্চারণ করার ফলে, নরকে যাওয়ার মহাবিপদ থেকে ভগবান কর্তৃক রক্ষা পেয়েছিল। অজামিল যখন নারায়ণের নাম উচ্চারণ করেছিল তখন সে জ্ঞাতসারে তা করেনি; প্রকৃতপক্ষে সে তার কনিষ্ঠ পুত্র, যার নাম ছিল নারায়ণ, তাকে ডেকেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবান শ্রীনারায়ণ তার সেই নাম গ্রহণকে ঐকান্তিক বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং তার ফলে অজামিল অন্তে নারায়ণ-স্মৃতির ফল লাভ করেছিল। কেউ যদি কোন না কোন মতে নারায়ণ, বিষ্ণু অথবা রামনাম জীবনের শেষে স্মরণ করতে পারেন, তা

হলে তিনি তৎক্ষণাৎ ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার অপ্ৰাকৃত ফল লাভ করতে পারেন।

প্রকৃতপক্ষে ভগবানই আমাদের একমাত্র প্রেমাস্পদ। আমরা যতক্ষণ এই জড় জগতে থাকি, ততক্ষণ আমাদের চরিতার্থ করার বহু বাসনা থাকে, কিন্তু যখন আমরা ভগবানের সংস্পর্শে আসি, তৎক্ষণাৎ আমরা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে পূর্ণরূপে প্রসন্ন হই, ঠিক যেমন একটি শিশু তার মায়ের কোলে পূর্ণরূপে প্রসন্ন থাকে। ধ্রুব মহারাজ কোন জড়-জাগতিক ফল লাভের জন্য তপস্যা করার উদ্দেশ্যে বনে গিয়েছিলেন, কিন্তু যখন তিনি ভগবানকে দর্শন করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, “আমি কোন বর চাই না। আমি সম্পূর্ণরূপে কৃতার্থ হয়েছি।” কেউ যদি ভগবানের সেবা করার জন্য কোন জড়-জাগতিক সুবিধা চানও, তা হলেও তিনি অনায়াসে তা প্রাপ্ত হতে পারেন। তাই শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।

তীব্রেণ ভক্তিয়োগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

“যে ব্যক্তির বুদ্ধি উদার, তিনি সব রকম জড় কামনায়ুক্তই হোন, অথবা সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্তই হোন, অথবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের প্রয়াসীই হোন, তাঁর কর্তব্য সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা।” (শ্রীমদ্ভাগবত ২/৩/১০) কারণ যদি জড় বাসনা থেকেও থাকে, ভগবানকে সেবা করার ফলে নিঃসন্দেহে তাঁর সেই বাসনা পূর্ণ হবে।

শ্লোক ৪৯

যথা হি স্কন্ধশাখানাং তরোর্মূলাবসেচনম্ ।

এবমারাধনং বিষ্ণোঃ সর্বেষামাত্মনশ্চ হি ॥ ৪৯ ॥

যথা—যেমন; হি—বস্তুতপক্ষে; স্কন্ধ—স্কন্ধের; শাখানাম্—এবং শাখার; তরোঃ—বৃক্ষের; মূল—মূলে; অবসেচনম্—জল সিঞ্চন করার ফলে; এবম্—এইভাবে; আরাধনম্—আরাধনা; বিষ্ণোঃ—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; সর্বেষাম্—সকলের; আত্মনঃ—পরমাত্মা; চ—ও; হি—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

বৃক্ষের মূলে জল সেচন করলে যেমন বৃক্ষের স্কন্ধ এবং শাখা আপনা থেকেই তৃপ্ত হয়, তেমনি, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সেবা করলে সকলেরই সেবা করা হয়, কারণ ভগবান সকলের পরমাত্মা।

তাৎপর্য

পদ্ম পুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে—

আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাদনং পরম্ ।

তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্ ॥

“সমস্ত আরাধনার মধ্যে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাই সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং তার থেকেও শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবের আরাধনা করা।” জড় ভোগের প্রতি আসক্ত বহু ব্যক্তি রয়েছে, যারা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে (কামৈশ্তৈশ্তৈর্হিতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেহন্যদেবতাঃ)। যেহেতু মানুষের জড় বাসনা ব্যর্থ হয়, তাই মানুষ বিভিন্ন ফলের আশায় শিব, ব্রহ্মা, কালী, দুর্গা, গণেশ, সূর্য আদি দেবতাদের পূজা করে। কিন্তু ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনার ফলে, এই সমস্ত ফল একই সঙ্গে লাভ করা যায়। সেই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে (৪/৩১/১৪) উল্লেখ করা হয়েছে—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন

তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভূজোপশাখাঃ ।

প্রাণোপহারাস্ত যথেন্দ্রিয়াণাং

তথৈব সর্বার্হণমুচ্যতেজ্যা ॥

“বৃক্ষের মূলদেশে জল সিঞ্চন করা হলে তার স্কন্ধ, শাখা ইত্যাদি সঞ্জীবিত হয়, এবং উদরে আহার্যদ্রব্য প্রদান করলে যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন হয়, তেমনই ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে ভগবানের আরাধনা করা হলে, ভগবানেরই বিভিন্ন অংশ দেবতারাও আপনা থেকেই তৃপ্ত হন।” কৃষ্ণভাবনামৃত কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় আন্দোলন নয়। পক্ষান্তরে, তা সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত। জাতি, বর্ণ, ধর্ম, সম্প্রদায় ইত্যাদি নির্বিশেষে যে কোন ব্যক্তি এই আন্দোলনে যোগদান করতে পারেন। কেউ যদি বিষ্ণুতত্ত্বের মূল শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করার শিক্ষা লাভ করেন, তা হলে তিনি সর্বতোভাবে সিদ্ধি লাভ করে পূর্ণরূপে প্রসন্ন হতে পারেন।

শ্লোক ৫০

নমস্তভ্যমনন্তায় দুর্বিতর্ক্যাত্মকর্মণে ।

নির্গুণায় গুণেশায় সত্ত্বস্থায় চ সাম্প্রতম্ ॥ ৫০ ॥

নমঃ—নমস্কার; তুভ্যম্—হে ভগবান, আপনাকে; অনন্তায়—যিনি কালের তিন অবস্থা (অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ)-এর অতীত নিত্য বর্তমান; দুর্বিতর্ক্য-আত্ম-

কর্মণে—অচিন্ত্য কার্যকলাপ অনুষ্ঠানকারী আপনাকে; নির্গুণায়—যিনি সর্বতোভাবে জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত; গুণ-ঈশায়—আপনাকে, যিনি জড়া প্রকৃতির তিন গুণের নিয়ন্তা; সত্ত্ব-স্থায়—সত্ত্বগুণের অনুকূল আপনাকে; চ—ও; সাম্প্রতম্—সম্প্রতি।

অনুবাদ

হে ভগবান! অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সীমার উর্ধ্বে নিত্য বর্তমান আপনাকে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনার কার্যকলাপ অচিন্ত্য, আপনি জড়া প্রকৃতির তিন গুণের নিয়ন্তা, এবং সমস্ত জড় গুণের অতীত হওয়ার ফলে আপনি সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত। আপনি জড়া প্রকৃতির তিন গুণের নিয়ন্তা হলেও আপনি সত্ত্বগুণের অনুকূল। আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ভগবান প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা ব্যক্ত জড় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করেন। ভগবদ্গীতায় সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, নির্গুণং গুণভোক্তৃচ—ভগবান সর্বদাই জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের অতীত, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাদের নিয়ন্ত্রণ করেন। ভগবান এই তিন গুণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। তিনি স্বয়ং বিষ্ণুরূপে সত্ত্বগুণের নিয়ন্ত্রণ করেন, এবং রজ ও তমোগুণের ভার ব্রহ্মা ও শিবের উপর অর্পণ করেন। চরমে কিন্তু তিনিই তিন গুণের নিয়ন্তা। ব্রহ্মা তাঁর মহিমা ব্যক্ত করে বলেছেন যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু যেহেতু সত্ত্বগুণের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন, তাই দেবতাদের বাসনা সফল হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। দেবতারা তমোগুণাচ্ছন্ন অসুরদের দ্বারা বিচলিত হয়েছিলেন, কিন্তু এখন যেহেতু সত্ত্বগুণের আবির্ভাব হয়েছে, তাই দেবতাদের বাসনা স্বাভাবিকভাবেই পূর্ণ হবে। দেবতারা উন্নত জ্ঞানসম্পন্ন, তবুও তাঁরা ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না। তাই ভগবানকে এখানে অনন্তায় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্রহ্মা যদিও অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবগত, তবুও তিনি ভগবানের অনন্ত জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের 'ভগবানের কাছে দেবতাদের সুরক্ষা প্রার্থনা' নামক পঞ্চম অধ্যায়ের ভক্তিবাদান্ত তাৎপর্য।